



ମଲଫୁଯାତ

ହ୍ୟରତ ଇମାମ ମାହ୍ଦୀ (ଆ.)-ଏର ଆତ୍ମବାନ

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

‘নিচয় আল্লাহর নিকট ইসলামই পরিপূর্ণ দীন’
(আলে-ইমরান: ২০)

মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংসদ ভবনের পাশের পথে
১৯৮৮ সালের ডাক্তান প্রক্ষেপণ পথ

কাশিমগঞ্জ

মলফুয়াত

হ্যরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর
আত্মবাজ

১৯৮৮ সালের ডাক্তান পথে
১৯৮৮ সালের ডাক্তান পথে

১৯৮৮ সালের ডাক্তান পথে
১৯৮৮ সালের ডাক্তান পথে

ISBN-978-88-801-008-4

ଆହ୍ମଦିୟ ଇମାମାତ୍ତ ଉକ୍ତନି ରହାନ୍ତାତ ଫଲି

ମାର୍ଗି ଶୁଣିବାରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଉକ୍ତନି ରହାନ୍ତାତ ଫଲି
(୦୧ ଫାଇଲ୍‌ଟୋମାର)

ପ୍ରକାଶକ |

ଆହ୍ମଦିୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ବାଂଲାଦେଶ
୪ ବକଶୀ ବାଜାର ରୋଡ, ଢାକା-୧୨୧୧

ଶୋଡ଼ଶ ସଂକରଣ |

ଜାନୁଆରି ୨୦୧୧ ଖ୍ରିସ୍ଟାବ୍ଦ

ସଂଖ୍ୟା |

୩୦୦୦ କପି

ମୁଦ୍ରଣ |

ଇନ୍ଟାରକନ ଏସୋସିୟେଟ୍ସ
୫୬/୫ ଫକିରେରପୁଲ ବାଜାର
ମତିବିଲ, ଢାକା

Ahban |

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani
The Promised Messiah and Imam Mahdi^{as}

Published by |

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 978-984-991-008-4

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

৩১ আগস্ট, ১৯০১ জনাব বাবু গোলাম মোস্তফা সাহেব, ওজিরাবাদের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার কাদিয়ান আগমন করেন। এ উপলক্ষে হ্যরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) একটি তৰলীগী বক্তব্য রাখেন। এ বক্তৃতা ১৯০৩ সালের আল হাকাম পত্রিকায় ১০ জানুয়ারী সংখ্যা থেকে নিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ সাল পর্যন্ত মোট ৭টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মুখ্যনিস্ত বাণীর সংকলন মলফুয়াত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৫৫ থেকে ৩৮৪ পৃষ্ঠায় (নব সংক্ররণ)। পূরনো মলফুয়াতের চতুর্থ খণ্ডের শুরু এ প্রবন্ধ দিয়ে) ছাপা হয়েছে। হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর গুরুত্বপূর্ণ এ বক্তব্যের বাংলায় ভাষাস্তর করেছেন তদনীন্তন ন্যাশনাল আমীর মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। মরকয়ের সাথে যোগাযোগ করে হ্যরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আহ্বান শীর্ষক পুস্তিকার উপরোক্ত সঠিক সূত্র (মূল তথ্য) সংগ্রহ করা হয়। বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে আমরা এর চতুর্দশ সংক্ররণ প্রকাশ করেছি সেপ্টেম্বর, ২০০৭ সালে। পুনরায় এর পঞ্চদশ সংক্ররণ উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করছি।

উপরোক্ত পুস্তিকা প্রকাশনায় যে যেভাবে অবদান রেখেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন ॥

২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

মোবাশেরউর রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کامیابی

لہٰو چاہیلیت، چھوٹا ہی ڈالا تو چھوٹ ڈال دے ۱۰۶۵ میں شہر ۲۵
تھاڑھ کھڑا گئی۔ ۱۹۷۳ء کے نیویارک میں اسلامیک ہائیکورسیٹ میں ڈالی
گئی۔ ۱۹۷۴ء چھوٹا ہی ڈالیت ڈیکٹیو (ڈی) نئی ڈال ڈالیت میں شامل
کیا گیا۔ ۱۹۷۵ء ڈیکٹیو ۱۰۵ ڈال کیلئے ڈال کیا تھا۔ ۱۹۷۶ء ڈال ۱۰۶۵ ڈال کی
کامیابی کی وجہ سے ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی

ہے رات رہ سول کریم (س.) بولیا ہے۔

لَقَ اللّٰهُ يَعْلُمُ طَلِيْلٌ وَالْكَثِيرُ عَلٰى رَأْيِهِ مُغَيْرٌ مَا تَرَى سَنَةٌ يَوْمٌ مُجَدِّدٌ لِهَادِيْنَهَا
(ابو ذاہد۔ کتاب المهدی)۔ مشکوٰۃ۔ کتاب العلٰم۔

نیچیں آنکھاں تا'لما پر تھے کہ شہزادی کی شیراً باغے اسی کے
جنے امن مہاپورش کے آبیربُریت کریں، یہیں تاہادی کے جنے
دھرم کے سنجیبیت کریں ।

(آبُو داؤد، کیتابوُل ماحدی۔ میشکوٰۃ، کیتابوُل الم)

۱۔ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی

۲۔ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی
وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی

۳۔ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی

۴۔ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی

۵۔ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی

۶۔ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی

۷۔ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی وجہ سے ۱۰۶۵ ڈال کی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 نَّهَىٰ مُحَمَّدٌ نَّبِيًّا عَنِ الْمُنْكَرِ

হে দেশবাসী !

আল্লাহর বাণীর প্রতি ঈমান আন

‘তিনি (আল্লাহ) যাহা করেন সে বিষয়ে কাহারও প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই; পরন্তু তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে’ (সূরা আমিয়া, ২৪ আয়াত)।

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাকে মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীহুরপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কেন এরূপ করিলেন কাহারও প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই। কিন্তু মানুষকে প্রশ্ন করা হইবে, কেন তাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল না।’

‘তুমি সেই মহিমানিত মসীহ যাহার সময় নিষ্ফল হইবে না। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, এই যুগে আমার এক খলীফা সৃষ্টি করিব তাই এই আদমকে (হ্যরত আহ্মদকে) সৃষ্টি করিলাম। তিনি ধর্মকে সজীবিত করিবেন এবং শরীয়াতকে পুনঃস্থাপন করিবেন।’

‘আল্লাহ তা’লা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি এবং তাঁহার রসূল বিজয়ী হইবেন’ (ইল্হাম। দ্র. তাজকেরা)।

হ্যরত মসীহ মাওউদ
 মাহদীয়ে আখেরুজ্জামান
 মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

হ্যরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব

হ্যরত রসূল করীম (স.) বলিয়াছেন:

فَإِذَا رأَيْتُمُوهُ فَبَارِعُوهُ وَلَوْجَهُوا عَلَى النَّلْبِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ
(سنن ابن ماجة: باب خروج المهدى)

‘যখন তোমরা তাঁকে দেখিতে পাইবে তাঁর হাতে বয়আত করিও, যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর খলীফা আল-মাহদী।’

(সুনামে ইবনে মাজা-বাবু খুরজুল মাহদী)

وَلَوْمَنِيهِ مَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلَيَقُولُ إِلَيْهِ مِنِّي السَّلَامُ (كتنز العقال)

‘তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইমাম মাহদীকে পাইবে, তাঁহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাঁহাকে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিবে।’

(কনযুল উম্মাল)

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عَيْقَهِ بَيْعَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (صحیح مسلم)

‘যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়আত না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করিয়াছে।’

(সহী মুসলিম)

সূচীপত্র

১	নতুন কথা শুনা মাত্রই বিরোধিতা করা উচিত নয়	৯
২	মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে ব্যগ্র হইও না	৯
৩	প্রত্যেক একশত বৎসরে মুজাদ্দিদ	১০
৪	হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ ও মাহ্মদী (আ.)	১০
৫	সংক্ষারকের আবশ্যকতা আছে কি?	১১
৬	সমাজের ভিতরকার অবস্থা লক্ষ্য কর	১১
৭	বাহিরের শক্র কথা চিন্তা কর	১২
৮	খোদার সাহায্যের সময় আসে নাই কি?	১৪
৯	আমার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে	১৫
১০	হেফাযতের আবশ্যকতা	১৬
১১	সংক্ষারকের আবশ্যকতার প্রমাণ	১৭
১২	সত্যের পূর্ণ প্রচার	১৯
১৩	হ্যরত ঈসা (আ.)-এর সহিত সাদৃশ্য	২০
১৪	মসীহ মাওউদ (আ.)-কে অস্থীকার করার পরিণাম	২৪
১৫	ত্রুশ ধ্বংস বলিতে কি বুঝিতে হইবে?	২৮
১৬	ধর্মের নামে যুদ্ধ করা হারাম	২৯
১৭	তবে 'ত্রুশ ধ্বংস' করার অর্থ কি?	২৯
১৮	মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যু	৩০
১৯	হ্যরত ঈসা (আ.)-এর যুগের লক্ষণ	৩৪
২০	নযুল শব্দটির ভুল অর্থ করিও না	৩৪
২১	পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক	৪১
২২	কুরআন ও হাদীসের সত্যতা	৪৪
২৩	মসীহ মাওউদ (আ.) কিরাপে মীমাংসা করিবেন?	৪৬
২৪	সাতটি প্রমাণ	৫২
২৫	রম্যান মাসে চন্দ্ৰ এবং সূর্য গ্রহণ	৫৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

মলফুয়াত হ্যরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আহ্বান

নতুন কথা শুনা মাত্রই বিরোধিতা করা উচিত নয়।

উন্মুক্ত চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ, বিষয়ের সকল দিকে দৃষ্টি রাখ এবং মনোযোগের সহিত সকল কথা শ্রবণ কর। এরূপ না করিয়া কাহারও পক্ষে পুরাতন ধারণা বর্জন করা সম্ভব নহে। কোন নৃতন কথা শোনা মাত্রই উহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রস্তুত হওয়া অনুচিত। ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি খোদা তালার ভয় সামনে রাখিয়া নিভৃতে ঐ বিষয়ের সকল দিক গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যিক।

মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে ব্যগ্র হইও না

আমি এখন যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা হাঙ্কা নজরে দেখিবার মত একটি সামান্য ব্যাপার নহে। বিষয়টি অতি মহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইহা আমার নিজের তৈরী করা কথা নহে; স্বয়ং খোদা তালার কথা। যে ব্যক্তি ইহা আগ্রাহ্য করিবার মত দুঃসাহস দেখায়, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকে অগ্রাহ্য করে না বরং খোদা ও তাঁহার রসূল (স.)-কে অগ্রাহ্য করে। তাহার এইরূপ অগ্রাহ্য করায় আমি মনে কোন দুঃখ নেই না। অবশ্য সেই অর্বাচীন তাহার নিরুদ্ধিতার ফলে খোদার ক্রেতে জাগাইতেছে দেখিয়া তাহার প্রতি আমার দয়া হয়।

আহ্বান

প্রত্যেক একশত বৎসরে মুজাদ্দিদ

মুসলমান মাত্রই জানে এবং সম্ভবতঃ কোন লোকেরই একথা অজানা নাই যে, হ্যরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِذِكْرِ الْأَمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَتَّةٍ مَّنْ يُجِدُ دُهَادِينَهَا
(سنابوداؤد ومشكوا)

‘প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় আল্লাহ তাল্লা নিশ্চয় মুজাদ্দিদ পাঠাইবেন। ধর্মের যে অংশে কোন প্রকার অনাচার দেখা দিবে, তিনি সেই অংশের সংক্ষার করিবেন।’

إِنَّا نَحْنُ نَرْزَنُ الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفْظُونَ

‘নিশ্চয় আমরা এই যিক্র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফায়তকারী’ (১৫:১০)। আল্লাহ তাল্লা তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মুজাদ্দিদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আল্লাহ তাল্লার এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এবং আল্লাহর নিকট হইতে ওহী পাইয়া হ্যরত রসূলুল্লাহ (স.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন তদনুযায়ী ধর্মের সংক্ষার ও সজীবতা সাধন করিবার জন্য বর্তমান শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ আসা আবশ্যক। অথচ অযোদশ শতাব্দী শেষ হইয়া উনিশ (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর ৩০ম বৎসর চলিতেছে-প্রকাশক) বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া তাঁহার মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী ঘোষণা করিবার পূর্বেই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের উচিত ছিল অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার অনুসন্ধান করা এবং তাঁহার নিকট ‘আমি খোদা তাল্লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আসিয়াছি- এই শুভ সংবাদ শুনবার জন্য কায়মনে প্রস্তুত থাকা।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মসীহ ও মাহ্মদ (আ.)

হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর উপর মুসলিম উম্মতের ওলী, দরবেশ ও আলেমগণের দৃষ্টি যে নিবন্ধ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের

আহ্বান

কাশ্ফ (দিব্যদৃষ্টি), রহিয়া (সত্যস্বপ্ন) ও ইলহামের (ঐশীবাণী) ইঙিত
এই যে, হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে সেই মহান প্রতিশ্রূত মহাপুরূষ
আসিবেন, যাহাকে হাদীসের গ্রন্থসমূহে মসীহ ও মাহ্মদ (আ.) উপাধি
দেওয়া হইয়াছে।

وَلَا مُهَدِّئٌ إِلَّا عِيسَىٰ بْنُ مُرْيَمَ ابْنُ مَاهْمَدٍ، (بَابُ نَسْأَةِ الزَّمَانِ)

অর্থাৎ ‘ইসা ইব্নে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহ্মদী নাই’।* (যাহার
আসিবার কথা ছিল, তিনিও নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার
ভাকে সাড়া দিবার লোক অল্পই দেখা গিয়াছে)।

ফল কথা, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় যে একজন মুজান্দিদ
আসেন একথা নৃতন নহে বা লোকের অজানা নহে। আল্লাহ তা'লার এই
প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী বর্তমান শতাব্দীতেও মুজান্দিদ আসা আবশ্যক ছিল।
অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হইয়া এখন উনিশ (বর্তমানে পঞ্চদশ
শতাব্দীর ৩০ বৎসর চলিতেছি*) বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

সংস্কারকের আবশ্যকতা আছে কি?

এখন এই সমস্যার আর একটা দিক দেখা আবশ্যক। ইসলামের
এখন এমন কোন সংকট উপস্থিত হইয়াছে কি, যাহার জন্য এখন একজন
সংস্কারক আসা আবশ্যক? এই বিষয়ে চিন্তা করিলে পরিষ্কার দেখা যায়,
এখন ইসলামের ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই সংকট উপস্থিত হইয়াছে।

সমাজের ভিতরকার অবস্থা লক্ষ্য কর

ইসলামের ভিতরকার অবস্থা এই যে, প্রকৃত তওঁহীদের (একত্বাবাদ)
স্থলে অসংখ্য প্রকারের শির্ক-বেদাতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পুণ্য কাজের
স্থলে কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা মাত্র বিরাজ করিতেছে। পীর পূজা ও
কবর পূজা এতদূর পৌছিয়াছে যে, উহাকে একটা নৃতন শরীয়াত (বিধান)

* ইব্নে মাজা পুস্তক দেখুন -প্রকাশক।

* প্রকাশক।

বলা যাইতে পারে। আমার দাবী কি, তাহা না বুঝিয়াই লোকে বলে যে আমি নবুয়তের দাবী করিয়াছি! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা নিজের ঘরের কথা ভাবিয়া দেখে না। নবুয়তের দাবী তো তাঁহারাই করিয়াছেন যাঁহারা এইরূপে নৃতন শরীয়াত সৃষ্টি করিয়াছেন। সাজাদ-নশীন ও গদ্দী-নশীন পীর সাহেবান তাঁহাদের মুরীদগণকে যে সকল ‘দর্কন্দ’ ও ‘অধিফা’ শিক্ষা দেন সেগুলি কি আমার রচিত? আমি হ্যরত রসূলুল্লাহ (স.)-এর শরীয়াত ও সুন্নতের উপর চলি এবং উহার বিন্দুমাত্র হাস বা বৃদ্ধি করাকে কুফর বিবেচনা করি।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই এখন অসংখ্য প্রকারের বেদাত নানা রঙে দেখা দিয়াছে। খোদার ভয় এবং মানসিক পরিত্রাতা ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য আঁ-হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ঘোর বিপদ সহ্য করিয়াছেন। একমাত্র আল্লাহর নবী ব্যতীত এরূপ কষ্ট সহ্য করা আর কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। আজ তাকওয়া ও তাহারাতের (পরিত্রাতা) অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। জেলখানায় যাইয়া দেখ, দুর্বলের সংখ্যা কাহাদের বেশী। পরস্তী গমন, মদ খাওয়া, পরের সম্পত্তি হরণ প্রভৃতি দুর্ক্ষার্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যেন খোদা বলিয়া কেহই নাই। সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে সকল অনাচার দেখা যায়, উহার আলোচনা করিলে একখানা বহুৎ পুস্তক হইয়া যাইবে। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এক এক করিয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা বিচার করিলে নিশ্চয়ই এই অভাস সিদ্ধান্তে পৌছিবেন যে, কুরআন করীমের মূল উদ্দেশ্য যে তাকওয়া (খোদা ভূতি) ও তাহারাত (পরিত্রাতা) ছিল, যে তাকওয়া ও তাহারাত যাবতীয় সম্মের মূল ও শরীয়তের সোপান ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের উৎকর্ষতা ছিল মুসলমান ও অমুসলমানের পার্থক্য বুঝিবার মাপকাঠি। উহা ভাল থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু উহা অতি হীন ও জগন্য হইয়া পড়িয়াছে।

বাহিরের শক্তির কথা চিন্তা কর

বাহিরের বিপদ লক্ষ্য কর। সকল সম্প্রদায়ই ইসলামের বিনাশ সাধনের জন্য সচেষ্ট আছে, বিশেষতঃ খৃষ্টান সম্প্রদায় ইসলামের পরম

আহ্বান

শক্র । মিশনারী ও পাদরীগণের যাবতীয় চেষ্টার লক্ষ্মীভূত বিষয় মাত্র একটি— যে প্রকারেই হউক এবং যতদূর সম্ভব ইসলামকে নির্মল করিতে হইবে ও যে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম বহু জীবন উৎসর্গ করিয়াছে উহার বিনাশ সাধন করিতে হইবে এবং জগন্মাসী যাহাতে যীশুকে দৈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে ও তাঁহার ‘রক্তদানে’ বিশ্বাসী হয় উহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । ‘রক্তদান’ বা প্রায়শিত্বাদ— অসংযম, স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছ্বেলতার জন্মদাতা । উহার প্রচার করিয়া পাদরীগণ খোদার ভয়, হৃদয়ের সূচীতা ও জীবন নষ্ট করিতেছে । এইরূপে তাহারা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটাইতেছে ।

খ্রিস্টান পাদরীগণ তাহাদের এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে । দৃঢ়থের সহিত বলিতে হয়, তাহারা লক্ষ্মাধিক মুসলমানকে খ্রিস্টান করিয়াছে । এতদ্যুতীত আরও বহু মুসলমান আছে যাহাদের কোন ধর্ম নাই । চালচলন, কথাবার্তা ও বেশ-ভূষায় তাহারা খ্রিস্টানী প্রভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে । যুবকদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় নতুন জীবে পরিণত হইয়াছে । তাহাদের জন্ম হইয়াছে মুসলমান গৃহে; কিন্তু কলেজের শিক্ষা লাভ করিয়া খোদার কালামের (বাণী) পরিবর্তে তাহারা দর্শন ও বিজ্ঞানের সমাদর করে এবং উহাকেই বেশী মূল্যবান ও আবশ্যিকীয় বিবেচনা করে । তাহাদের বিচার বিবেচনায় ইসলাম ধর্ম আরবের অসভ্য লোকদের জন্যই উপযুক্ত ছিল ।

এই সকল দুরবস্থা যখন দেখি বা শুনি, অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমার মনে বড় আঘাত লাগে । আজ ইসলাম এমন দুরবস্থায় নিপত্তি হইয়াছে এবং মুসলমান সন্তানদের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা ইসলামকে তাহাদের ঝুঁঁচিবরঞ্চ মনে করিতেছে । আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ইসলামী বিধি-নিষেধের বাহিরে যাইয়া হালালকে (বৈধ) হারাম (অবৈধ) করে নাই বটে কিন্তু খ্রিস্টানী চাল-চলন ভালবাসে । তাহারা খ্রিস্টান ধর্মের দিকে এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে ।

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইসলামের ভিতরকার অবস্থায় বাহিরের ঐসকল বেদাত ও শির্কপূর্ণ ত্রিয়াকলাপ জুটিয়াছে এবং এই সকল বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । বিশেষতঃ খ্রিস্টধর্ম যে সকল বিপদ

আহ্বান

ঘটাইয়াছে তাহাতে আছেই। এমন এক সময় ছিল, যখন ইসলামের একটি লোক অন্য ধর্মে চলিয়া গেলে মুসলমানদের মধ্যে চাপ্পল্যের উত্তৰ হইত, এখন ধর্মত্যাগীর সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে কোনই চাপ্পল্য পরিলক্ষিত হইতেছে না।

খোদার সাহায্যের সময় আসে নাই কি?

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই সকল কথা সামনে রাখিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন, এখন খোদা তা'লাৰ বিশেষ শক্তি দেখাইবার সময় আসিয়াছে কিনা? এখনও কি-

إِنَّا نَحْنُ نَرْزَلُنَا اللَّذِي كَرَوْا إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

আয়াতে 'ইসলামকে রক্ষা করিব' বলিয়া আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিশ্রূতি দান করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হওয়ার সময় আসে নাই? এখনও যদি আল্লাহ্ র বিশেষ সাহায্য ও শক্তি প্রকাশের সময় না আসিয়া থাকে, তবে ঐ সময় কখন আসিবে, তাহা কেহ আমাকে বলিয়া দিবেন কি? একদিকে প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহ ঘোষণা করিতেছে যে, ইসলামের সপক্ষে ঐশী শক্তি ও সাহায্য প্রকাশের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। অন্যদিকে শতাব্দীর শিরোভাগ উপস্থিত হইয়া সন্দেহাতীতরূপে প্রকাশ করিতেছে যে, হযরত রসূল করীম (স.)-এর মারফত আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজান্দিদ পাঠাইবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রূতি দিয়াছেন, তদনুযায়ী কোন মুজান্দিদ আসা আবশ্যিক। অর্যোদশ শতাব্দী শেষ হইয়া এখন উনিশ বৎসর (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীর ৩০ বৎসর চলিতেছে -প্রকাশক) চলিয়া গিয়াছে। এই সকল আবশ্যিকতা থাকা সত্ত্বেও এখনও যদি মুজান্দিদ না আসিয়া থাকেন খোদার ওয়াস্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে ইসলামে আর কি অবশিষ্ট রহিল? এইরূপ হওয়া কি-

وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

('আমরাই ইহার রক্ষক') বলিয়া আল্লাহ্ তা'লা যে প্রতিশ্রূতি দিয়াছেন, উহার বিরোধী হবে না? ইহাতে কি মুজান্দিদের আগমন

আহ্বান

সংক্রান্ত হয়রত রসূল করীম (স.)-এর ভবিষ্যদ্বানী মিথ্যা সাব্যস্ত হইবে না? ইহা হইতে কি এই কথা প্রমাণিত হইবে না যে, ইসলামের উপর বিপদ আসিলে খোদা তা'লা উহার জন্য স্বীয় প্রতাপ দেখান না?

আমার দাবী স্বতন্ত্র রাখিয়া এখন এই সকল কথা চিন্তা কর এবং আমাকে উত্তর দাও। আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলে তোমাকে ইসলাম শূন্য হইতে হইবে। আমি সত্যিই বলিতেছি যে, কুরআন শরীফের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার ধর্মের সাহায্য করিয়াছেন এবং হয়রত রসূল করীম (স.)-এর ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইয়াছে। ঠিক যখন আবশ্যক হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রসূল করীম (স.)-এর দেওয়া শুভ-সংবাদ মোতাবেক আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বাণী সত্য। বড়ই হৃদয়হীন সে ব্যক্তি, যে এই বাণীকে মিথ্যা মনে করে।

আমার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব নহে

বর্তমান শতাব্দীর ধর্ম-সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি বলিয়া আমার যে দাবী, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমি জোরের সহিত বলছি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে মা'মুর (আদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক) করিয়াছেন। আমার এই দাবীর পর বাইশ (বর্তমানে ১২০ -প্রকাশক) বৎসরের বেশী সময় অতীত হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময় ধরিয়া আমি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য পাইতেছি। তোমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হইতে ইহা যথেষ্ট। কারণ, অনাচার দূর করিব বলিয়া আমি যে মুজাদ্দিদ হইবার দাবী করিয়াছি, তাহা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সাব্যস্ত। আজ যাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে বস্তুতঃ তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে। আমার স্থলে আর কাহাকেও ধর্ম-সংস্কারকরূপে না দেখাইয়া দিয়া, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। কারন সর্বত্র অনাচার দেখা দিয়াছে এবং যুগের অবস্থা বলিয়া দিতেছে যে, ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব আবশ্যিক। কুরআন শরীফ সাক্ষ্য দেয় যে, এইরূপ অনাচারের সময় উহার হেফায়তের জন্য ধর্ম সংস্কারক আসিয়া থাকেন। হাদীস বলিয়া দেয় যে, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসেন।

আহ্বান

সুতরাং যখন ধর্ম সংক্ষারের আবশ্যকতা আছে, ধর্মের সংক্ষার ও হেফায়তের বিধান আছে, তখন এই আবশ্যকতা ও বিধান অনুযায়ী যিনি আসিয়াছেন, তাঁহাকে গ্রহণ না করিবার পথ মাত্র দুইটি- হয় অন্য কোন সংক্ষারক দেখাইয়া দিতে হইবে, আর না হয় কুরআন ও হাদীসের এই সমুদয় বাণীকে মিথ্যা বলিতে হইবে।

হেফায়তের আবশ্যকতা

এনন্ট লোকও দেখা যায়, যাহারা বলিয়া থাকে যে, ইসলামের হেফায়তের কোন আবশ্যকতা নাই। ইহারা মারাত্তক ভুল করিতেছে। দেখ, এক ব্যক্তি বাগান রচনা করে বা ঘর তৈয়ার করে, সে কি ঐ বাগান বা ঘরের যত্ন নেয় না এবং শক্তির হাত হইতে উহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে না? অত্তৎপক্ষে ইহা কি তাহার কর্তব্য নহে? বাগান রক্ষা করিবার জন্য উহার চারিদিকে বেড়া দেওয়া হয়, আগুন হইতে ঘরকে বাঁচাইবার জন্য কত নৃতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করা হয় এবং বজ্রপাত হইতে রক্ষার জন্য তার সংলগ্ন করা হয়। এই সমুদয় ব্যাপার হইতে প্রকাশ পায় যে, হেফায়ত করা মানব-প্রকৃতির অঙ্গীভূত একটি ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষে স্বীয় ধর্মের হেফায়ত করা কি সঙ্গত ব্যাপার নহে? নিশ্চয়ই তিনি স্বীয় ধর্মের হেফায়ত করেন এবং প্রত্যেক বিপদের সময় উহাকে রক্ষা করেন। এখন ইসলামের হেফায়তের আবশ্যকতা আছে বলিয়া তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

যুগের অবস্থা ও আবশ্যকতা যদি অনুমোদন না করিত, তবে হেফায়তে সন্দেহ হইতে পারিত বা হেফায়তের আবশ্যকতা অস্বীকার করা সম্ভব হইত। ইসলামের বিরুদ্ধে কোটি কোটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পাদরীগণ প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে ও প্রতি মাসে য সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন ও পত্রিকা প্রকাশ করিতেছে উহার তো ইয়ত্তাই নাই। নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষদিগের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ (স.) তাঁহার বিরুদ্ধে এবং তাঁহার সহধর্মীগণের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের ইসলামত্যাগী খ্রিষ্টানগণ যে সকল গালি প্রচার করিয়াছে, তাহা সমুদয় একত্র করিলে বহু লাইব্রেরী পূর্ণ হইবে এবং এই সকল পুস্তক যদি পর পর সাজাইয়া দেওয়া যায়,

আহ্বান

তবে উহাদের বিস্তার বহু ক্রেশ ব্যাপী হইবে । এমাদুদ্দিন, সফর আলী ও শায়েখ প্রমুখ খ্রিস্টানগণ যে শ্রেণীর লেখা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা কাহারও অজানা নাই । এমাদুদ্দিনের লেখা যে মারাত্মক রকমের তাহা অনেক ন্যায়পরায়ণ খ্রিস্টান পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন । লক্ষ্মৌ হইতে ‘শামসুল আখবার’ নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইত । এমাদুদ্দিনের কোন কোন পুস্তক সম্পর্কে উক্ত পত্রিকা এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যে, ভবিষ্যতে যদি এ দেশে আবার কখনও বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তবে এই শ্রেণীর লেখার ফলেই হইবে । এইরূপ অবস্থায়ও বলা হয় যে, ইসলামের ক্ষতি হইয়াছে কোথায়? এই শ্রেণীর উক্তি তাহারাই করিতে পারে যাহাদের ইসলামের সহিত প্রাণের সমন্বয় বা মমতা নাই; অথবা অন্ধকার হজরায় জীবন যাপন করিবার ফলে যাহারা বাহিরের জগতের কোন সংবাদ রাখেন না । এইরূপ লোক যদি থাকে, তাহাদিগকে অক্রেশে গণনার বাহিরে রাখা যাইতে পারে । পক্ষান্তরে যাঁহাদের অন্তরে জ্যোতিঃ আছে, ইসলামের সহিত যাঁহাদের সমন্বয় ও মমত্ববোধ আছে, যাঁহারা যুগের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, বর্তমান যুগ একজন বিরাট মহাপুরুষের আগমনের উপযুক্ত সময় ।

সংস্কারকের আবশ্যকতার প্রমাণ

ফল কথা, বর্তমান সময়ে আমার আদিষ্ট-সংস্কারক হইবার বহু প্রমাণ আছে । প্রথমত: ইসলামের ভিতরকার অবস্থা । দ্বিতীয়ত: বাহিরের শক্র প্রবলতা । তৃতীয়ত: একশত বৎসরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসিবার হাদীস । চতুর্থত: কুরআন শরীফের আয়াত:

○إِنَّا نَحْنُ نَرْزَقُنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ○

অর্থাৎ ‘নিশ্চয় আমরা এই যিকর (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফায়তকারী’ (১৫ : ১০) ।

পঞ্চম প্রমাণ, সূরা নূরের আয়াতে ‘এন্তেখলাফ’ । এই প্রমাণটি এখন আমি দিব । আয়াতটি এই:

আহ্বান

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ
لَيَسْتَخْفِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

‘তোমাদের মধ্যে হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন’ (২৪ : ৫৬)। এই আয়াতে— এন্টেখলাফ অনুযায়ী আঁ-হ্যরত (স.)-এর অনুসারীদিগের মধ্যে যাহারা খলীফা হইবেন, তাঁহারা পূর্ববর্তী যুগসমূহের খলীফাগণের তুল্য হইবেন।

কুরআন শরীফের অন্যত্র আঁ-হ্যরত (স.)-কে হ্যরত মূসা (আ.)-এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যথা—

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا
أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا

‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি এক রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীষ্কৃপ, যেরপে ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম একজন রসূল’ (৭৩ : ১৬)। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হ্যরত রসূল করীম (স.) হ্যরত মূসা (আ.)-এর তুল্য ছিলেন। এই আয়াতে সাদৃশ্য বুবাইবার জন্য যেমন সাদৃশ্যবোধক ক্রম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্রূপ সুরা নূরের আয়াতে এন্টেখলাফেও ক্রম শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা হইতে পরিক্ষার বুৰো যায় যে, হ্যরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীগণের সহিত হ্যরত রসূল করীম (স.)-এর অনুসারীগণের পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

হ্যরত ঈসা (আ.), হ্যরত মূসা (আ.)-এর শেষ খলীফা ছিলেন। তিনি হ্যরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আসিয়াছিলেন। উল্লেখিত উপমা অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে আঁ-হ্যরত (স.)-এর অন্ততঃপক্ষে এমন গুণ ও শক্তি বিশিষ্ট একজন খলীফা আসা আবশ্যক,

আদর্শ ও আত্মিক অবস্থায় হয়েরত ঈসা (আ.)-এর সহিত যাঁহার তুলনা হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা যদি এ বিষয়ে আর কোন প্রকার প্রমাণ না দিতেন বা সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলেও এই উপমা অনুযায়ী চতুর্দশ শতাব্দীতে আঁ-হয়েরত (স.)-এর উম্মতের মধ্যে হয়েরত ঈসা (আ.)-এর তুল্য ব্যক্তির আগমন স্বতঃই আবশ্যিক। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই উপমার শুধু অনুমোদন ও সহায়তা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পক্ষান্তরে এ কথাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, হয়েরত মূসা (আ.)-এর উপমায় হয়েরত রসূল করীম (স.) শুধু হয়েরত মূসা (আ.) হইতেই শ্রেষ্ঠতর নহেন, পরন্তু তিনি নবীগণের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

হয়েরত ঈসা (আ.) যেমন নিজে কোন নৃতন ধর্মবিধান লইয়া আসেন নাই, মাত্র তওরাত পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, তদ্বপ্র মুহাম্মদী ঈসা (আ.)ও নিজে কোন নৃতন বিধান লইয়া আসেন নাই, কুরআনের শিক্ষাকে সজীব করিবার জন্য এবং এ অর্থে উহা পূর্ণ করিবার জন্য আসিয়াছেন, যাহাকে 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' বা সত্যের পূর্ণ প্রচার বলা হয়।

সত্যের পূর্ণ প্রচার

'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' বা সত্যের পূর্ণ প্রচার সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যিক। আঁ-হয়েরত (স.)-এর উপর ইসলাম ধর্ম পূর্ণ হইয়াছিল এবং আল্লাহর অনুগ্রহও তাঁহার উপর পূর্ণ হইয়াছিল। ধর্মের এই পূর্ণতা ও আল্লাহর অনুগ্রহের এই পূর্ণ বিকাশের দুইটি অংশ আছে। প্রথম অংশের নাম 'তকমীলে হেদায়াত' বা ধর্মের বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা। দ্বিতীয় অংশের নাম 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' বা ধর্মের পূর্ণ প্রচার। 'তকমীলে হেদায়াত' বা বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা, আঁ-হয়েরত (স.)-এর প্রথম আগমনে সর্বতোভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। 'তকমীলে এশায়াতে হেদায়াত' তাঁহার দ্বিতীয় আগমনে পূর্ণ হইবে। সূরা জুমুআর যে আয়াতে **وَالخَرِّينَ مِنْهُمْ** আসিয়াছে, তাহা হইতে বুৰো যায় যে, আঁ-হয়েরত (স.)-এর আত্মিক প্রভাবে আর একটি সম্প্রদায়ের উত্তব হইবে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, 'বুরুজী রঙে' আঁ-হয়েরত (স.) আবার আসিবেন।

অর্থাৎ তাহার আত্মিক শক্তি অন্য কোন মহাপুরুষের মধ্যে দেখা যাইবে। এখন এইরূপই হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান যুগই সত্যের পূর্ণ প্রচারের যুগ। ইহার একটি লক্ষণ এই যে, প্রচারের জন্য আবশ্যিকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণতর হইয়াছে। ছাপাখানা, ডাক ও টেলিগ্রামের ব্যবস্থা, রেলগাড়ী, জাহাজ এবং সংবাদ-পত্র আজ সমস্ত পৃথিবীকে একটি শহরের মত করিয়া দিয়াছে। এই সমুদয়ের উন্নতিতে বস্তুতঃ আঁ হ্যরত (স.)-এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পূর্ণ প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে। হ্যরত ঈসা (আ.) বলিয়াছিলেন, ‘আমি তওরাত পূর্ণ করিতে আসিয়াছি’। তদ্বপ্ত আমি বলিতেছি, ‘ইসলামের পূর্ণ প্রচার আমার অন্যতম কাজ’।

হ্যরত ঈসা (আ.)-এর সহিত সাদৃশ্য

হ্যরত ঈসা আলায়হে সালামের সময় যে সব বিপদ দেখা দিয়াছিল, বর্তমান সময়েও সেই সব বিপদ দেখা দিয়াছে। ইহুদীদের ভিতরকার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাহারা তওরাতের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়াছিল। উহার পরিবর্তে তাহারা তালমূদ (ইহুদীদের হাদীস-গ্রন্থ) এবং তাহাদের আলেমদের কথার উপর বেশী নির্ভর করিত। বর্তমান যুগের মুসলমানদেরও এই অবস্থা। তাহারাও আল্লাহর গ্রন্থকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং উহার পরিবর্তে রেওয়ায়াতে বা কেস্সা কাহিনীর উপর বেশী জোর দিয়াছে। এতদ্বয়ীত শাসনতন্ত্রের দিক দিয়াও একটা সাদৃশ্য আছে। হ্যরত ঈসা (আ.)-এর সময় ছিল রোমীয় শাসন। বর্তমানে তেমনি ইংরেজ শাসন। ন্যায়পরায়ণতার জন্য এই উভয় সাম্রাজ্যই বিখ্যাত। ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, ঈসা (আ.) হ্যরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আসিয়াছিলেন এবং আমি আসিয়াছি হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে। আর একটি ব্যাপার আছে যাহা এই সাদৃশ্যকে পূর্ণ করিয়া দেয়। হ্যরত ঈসা (আ.) নৈতিক শিক্ষার উপর বেশী জোর দিতেন। হ্যরত মূসা (আ.)-এর প্রচারিত জিহাদ সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। হ্যরত ঈসা (আ.) তাহা সংশোধন করিয়াছিলেন। ধর্মের জন্য তিনি কখনও অন্ত্র ধারণ করেন নাই। এই প্রকারে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জন্যও নির্দিষ্ট ছিল

আহ্বান

যে, ব্যবহারিক জীবনে তিনি ইসলামের শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ফল দেখাইয়া উহার সৌন্দর্য সপ্রমাণ করিবেন। ইসলামের বিরংক্ষেত্রে অপবাদ আছে যে, ইসলাম অন্তর্বলে প্রচারিত হইয়াছে। মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সময় এই আপত্তি সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হইবে। কারণ তিনি ইসলামের সত্যতা প্রকাশ করিবেন উহার জীবন্ত ফল দেখাইয়া। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, আজ এই উন্নতির যুগে যখন ইসলামের পবিত্র শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ফল দেখা যাইতেছে, তখন অতীতের সকল সময়ই উহার ফল শুভ ও মঙ্গলময় ছিল। কারণ, ইহা একটি জীবিত ধর্ম। এই কারণেই হ্যরত রসূল করীম (স.) মসীহ মাওউদ (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে একথাও বলিয়াছেন যে, তিনি যুদ্ধ রহিত করিবেন:

يَضْعُلُ الْحُرْبَ (بخارى مطبوع مصر)

এখন এই সমুদয় প্রমাণ একযোগে চিন্তা করিয়া দেখ, বর্তমান সময়ে শ্রী মহাপুরুষের আগমন আবশ্যক কি না? এ কথা যখন মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় একজন মুজাহিদের আগমন আবশ্যক; দ্বিতীয়ত: হ্যরত মুসা (আ.)-এর সহিত রসূল করীম (স.)-এর সাদৃশ্য যখন এক নিশ্চিত ব্যাপার, তখন এই সাদৃশ্য পূর্ণ করিবার জন্য বর্তমান শতাব্দীর যিনি মুজাহিদ হইবেন, মর্যাদায় তাঁহার ‘মসীহ’ [সংক্ষারক (আ.)] হওয়া আবশ্যক। কারণ বনী ইসরাইলের প্রতিশ্রূত মসীহ মাওউদ (আ.) হ্যরত মুসা (আ.) হইতে চৌদশত বৎসরের মাথায় আসিয়াছিলেন এবং বর্তমানে রসূল করীম (স.)-এর পর চৌদ্দ শতাব্দী চলিতেছে*। ‘চৌদ্দ’ সংখ্যাটির মধ্যে যেন একটি গুপ্ত রহস্য রহিয়াছে। চান্দ মাসের চৌদ্দ তারিখের চাঁদই পূর্ণ চন্দ্ৰ বলিয়া

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذْلَلُهُ

‘এবং (ইতিপূর্বে) বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে তখন আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন’ (৩ : ১২৪)।

* বর্তমানে পনের শতাব্দী -প্রকাশক

আহ্বান

আল্লাহ তা'লা এই কথার প্রতি একটা ইঙ্গিত করিয়াছেন। অর্থাৎ এক 'বদর' ছিল রসূল করীম (স.)-এর সময়, যখন মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি শক্রগণের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন। আর এক 'বদর' এই চতুর্দশ শতাব্দীতে। এখন মুসলমানদের অবস্থা অতি শোচনীয়। মোটের উপর, এই সমুদয় প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী আল্লাহ তা'লা আমাকে পাঠাইয়াছেন।

হাদীসের গ্রন্থসমূহে এ কথাও আছে যে, সেই প্রতিশ্রূত মহাপুরুষের আগমনের সময় পৃথিবী 'জোর-যুলুমে' পূর্ণ হইবে। এখানে 'জোর-যুলুমে'র এই অর্থে নহে যে তখন গভর্নমেন্ট অত্যাচারী হইবে। যাহারা এইরূপ অর্থ করে, তাহারা মারাত্মক ভুল করিতেছে। প্রতিশ্রূত মসীহৱ সময়কার গভর্নমেন্টের ন্যায়বান ও শান্তিপ্রিয় হওয়া আবশ্যক। আমি আল্লাহ তা'লার শোক্র (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করিতেছি যে, তিনি আমাদিগকে এরূপ ন্যায়বান ও শান্তিপ্রিয় গভর্নমেন্ট দিয়াছেন, যাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোন গভর্নমেন্টের সহিত হইতে পারে না। হয়রত ঈসা (আ.)-এর সময় রোমীয় গভর্নমেন্ট ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট রোমীয় গভর্নমেন্ট হইতে বহুগুণে বেশী ন্যায়বান। পাদরী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেব যখন আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন, তখন ক্যাপ্টেন ডগলাস জিলা গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার। ইহাতে অনেকের মনে আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু এই ন্যায়বান বিচারক প্রকৃত সত্য উদঘাটন করিয়া ফেলিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে এই মোকদ্দমা কয়েকজন হীন লোকের ষড়যন্ত্রের ফল মাত্র। ক্যাপ্টেন ডগলাস এখন দিল্লীর ডেপুটি কমিশনার। এই অনুপম ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় থাকিবেন। বস্তুতঃ ইহা গভর্নমেন্টের মাত্র একজন কর্মচারীর উদাহরণ। এইরূপ হাজার হাজার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। হাদীসে যে 'জোর-যুলুমের' কথা আছে, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, এ সময় পৃথিবী শিরকে পূর্ণ হইবে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, বর্তমান যুগে পুতুল-পূজা, ক্রুশ পূজা, কবর পূজা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের পূজা পার্বণ হইতেছে, আর যিনি সত্য সত্যই আমাদের উপাস্য খোদা তাঁহার উপাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আহ্বান

এখন সুধীগণ এই সকল কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন যে আমার কথাগুলি কি উপরে উপরে চোখ বুলাইয়া ছাড়িয়া দিবার ঘোগ্য; কিংবা ভালুকপে বুঝিবার বা অনুধাবন করিবার উপযুক্ত? আমার দাবী কি শতাব্দীর শিরোভাগে নহে? শতাব্দীর শিরোভাগ যখন আসিয়াছে, তখন আমি না আসিলেও আর কেহ আসিতেন। বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের তাহাকে অনুসন্ধান করা উচিত। শতাব্দীর শিরোভাগ অতিক্রম করিয়া এখন প্রায় বিশ বৎসর (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীরও ৩০ বৎসর চলিতেছে -প্রকাশক) চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহাদের আরও বেশী উদ্বিগ্ন হওয়া আবশ্যক। বর্তমান যুগের অনাচারও এই কথা ঘোষণা করিতেছে যে উহার সংশোধনের জন্য একজন সংস্কারকের আগমন একান্ত আবশ্যিক। খ্রিস্টানগণ দুর্নীতি, উচ্ছ্বেলতা প্রকাশের একশেষ করিয়াছেন। উহাদের প্রভাব মুসলমান সন্তানদের উপর এতদূর হইয়াছে যে তাহাদিগকে দেখিলে মুসলমান সন্তান বলিয়াই মনে হয় না। আর সব কথা ছাড়িয়া দাও, ক্রুশের এই অনাচার দূর করিবার জন্য যিনি আসিবেন, তাহাকে কি উপাধি দেওয়া হইবে? এই অনাচার যিনি দুর করিবেন, হাদীসের ভাষায় তাহাকে নিশ্চয়ই **كُسر الصَّلْبَ** বা ক্রুশ ধর্মসকারী বলিতে হইবে। ইহা আগমনকারী মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি উপাধি।

কুরআন হাদীসে নানাভাবে নানা রঙে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা খুব ভালুকপে বুঝিয়া লওয়া উচিত। কারণ সামান্য পরিমাণ বুঝা, আর মোটেই না বুঝা, উভয়ই সমান। কিন্তু যে ব্যক্তি উভয়ভাবে বুঝিবে, তাহাকে বিভ্রান্ত করা সহজ নহে। সতরাং আমি আপনাদিগকে পরামর্শ দিতেছি যে, এই বিষয়টি বুঝিবার জন্য খুব ভালুকপে চিন্তা করুন। এই বিষয়টিকে দৈনন্দিন ছেট খাটো ব্যাপারাদির মত মনে করিবেন না। ইহার সম্পর্ক ঈমানের সহিত, বেহেশ্ত-দোষখ এই কথার সহিত সংযুক্ত।

আহ্বান

মসীহ মাওউদ (আ.)-কে অস্বীকার করার পরিণাম

আমাকে অগ্রাহ্য করায় বস্তুতঃ আমাকে অগ্রাহ্য করা হয় না, বরং আল্লাহ ও তাঁহার রসূলকে অগ্রাহ্য করা হয়। যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবার পূর্বেই সে খোদাকে মিথ্যাবাদী (মায়ায়াল্লাহ) বলে। কারণ সে মুসলমান সমাজের দারকণ অনাচার ও ইসলামের শক্রংগনের অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি দেখিতে পায়, অথচ

إِنَّا نَحْنُ نَرْزَقُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفَظُونَ

‘নিশ্চয় আমরা এই যিক্রি (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফায়তকারী’ বলিয়া আল্লাহ তা’লার প্রতিশ্রূতি থাকা সত্ত্বেও তাঁহার তরফ হইতে ইহার প্রতিকারের কোন বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পায় না। আবার সে আয়াতে ‘এন্টেখলাফে’ দেখিতে পায় যে, হ্যরত মূসা (আ.)-এর উম্মতের (অনুসারীগণের) ন্যায় হ্যরত মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের মধ্যেও খলীফা করিবেন বলিয়া আল্লাহ তা’লা প্রতিশ্রূতি করিয়াছেন; কিন্তু এই প্রতিশ্রূতি তিনি পূর্ণ করেন নাই (মায়ায়াল্লাহ), কারণ বর্তমান সময়ে এই উম্মতের কোন খলীফা নাই। শুধু এই পর্যন্তই নহে। তাহাকে এই কথাও বলিতে হইবে যে, কুরআন শরীফে হ্যরত রসূল করীম (স.)-কে যে হ্যরত মূসা (আ.)-এর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে (মায়ায়াল্লাহ), কারণ হ্যরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন ‘মসীহ’ (আ.) আসিয়াছিলেন। এই তুলনা বজায় রাখিতে হইলে এই উম্মতেও বর্তমান শতাব্দীতে (হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী) একজন মসীহ (আ.)-এর আগমন আবশ্যিক। এইরূপে কুরআন শরীফের যে আয়াতে

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَتَّا يَلْحِقُوا بِهِمْ

‘এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্যদের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে লিমিত হয় নাই’ (৬২:৪)।

বলিয়া আঁ-হযরত (স.)-এর এক বুরংজের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাও সে মিথ্যা বলিতে বাধ্য হইবে। এইরূপে তাহাকে কুরআন শরীফের আরও বহু আয়াত অঙ্গীকার করিতে হইবে। উপরন্তু আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে, তাহাকে ‘আলহামদু’ হইতে ‘আল্লাস’ পর্যন্ত সমস্ত কুরআনকে মিথ্যা বলিতে হইবে।

আবার চিন্তা করিয়া দেখ, আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কি সহজ ব্যাপার? ইহা আমার মনগড়া কথা নহে। খোদা তালার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইহাই সত্য কথা। যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া পরিত্যাগ করে, মুখে বলুক বা না বলুক, নিজের কার্যের দ্বারা সে সমস্ত কুরআনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং খোদাকে পরিত্যাগ করে। আমার একটি ইলহামেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে।

إِنَّمَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَنَّا مِنْكُمْ *

নিচয়ই আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় খোদাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। আর আমাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করায় খোদাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় এবং তাঁহার অঙ্গিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা বন্ধুতঃ আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা নহে; ইহাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতে সাহস করে, তাহার পক্ষে মনে মনে চিন্তা করা ও বিবেক বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য যে, সে কাহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে?

আমাকে মিথ্যাবাদী বলায় রসূলুল্লাহ (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসিবেন বলিয়া তিনি আমাদিগকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হয় (মায়াযাল্লাহ)। দ্বিতীয়ত: তিনি **إِنَّمَّا مَنْ كُفَّارُهُ** (তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইবেন) বলিয়াছিলেন, তাহাও ভুল প্রমাণিত হয়।

* অর্থ- তুমি আমা হইতে প্রকাশিত এবং আমি তোমাদ্বারা প্রকাশিত।

আহ্বান

আবার ক্রুশ-ধর্ম প্রবল হওয়ার সময় এক মসীহ ও মাহ্নী (আ.) আসিবেন বলিয়া তিনি যে প্রতিশ্রূতি দিয়াছিলেন তাহাও যিথ্যা হইয়া যায় (মায়াযাল্লাহ)। কারণ ক্রুশ-ধর্ম প্রবল হইয়াছে কিন্তু সেই প্রতিশ্রূত ইমাম (নেতা) আসিলেন না; যে মুসলমান হইয়া ইহা স্থীকার করে, কার্যতঃ সে রসূলুল্লাহ (স.)-কে যিথ্যা প্রতিপন্ন করে না কি?

আমি আবার বলিতেছি, আমাকে যিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। আমাকে যিথ্যাবাদী বলিবার পূর্বে নিজেকে কাফের (অস্থীকারকারী হইতে হইবে। আমাকে বে-দীন (ধর্মহীন) ও গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) বলিতে যে সময় লাগিবে, তাহার পূর্বে নিজের গোমরাহী ও বে-দীনি স্থীকার করিতে হইবে। আমাকে কুরআন ও হাদীস বর্জনকারী বলিবার পূর্বে নিজেকেই কুরআন ও হাদীস বর্জন করিতে হইবে। আমি কুরআন ও হাদীসের সত্যতা প্রকাশ করি; কুরআন ও হাদীস আমার সত্যতা প্রকাশ করে। আমি গোমরাহ নহি, আমি মাহ্নী। আমি কাফের নহি, আমি **أَوْلُ الْمُؤْمِنُونَ** (প্রথম ও উৎকৃষ্ট মু'মেন)। খোদা তা'লা আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমি এখন যাহা কিছু বলিতেছি তাহা নির্ভুল। খোদার অস্তিত্বে যাহার বিশ্বাস আছে, কুরআন ও রসূলুল্লাহ (স.)-কে যে সত্য বলিয়া জানে, তাহার জন্য ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। আমার মুখে শুনিয়া তাহার নীরব হওয়া কর্তব্য। কিন্তু যাহার দুঃসাহস অতি মাত্রায় বেশী তাহার কোন গুরুত্ব নাই। স্বয়ং খোদাই তাহাকে বুঝাইবেন।

অতএব, আমার অনুরোধ এই যে, খোদার উদ্দেশ্যে আপনি এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখুন এবং স্থীয় বস্তুগণকে পরামর্শ দিন তাহারা যেন আমার সম্বন্ধে ব্যস্ততা না দেখায়। সরল মনে এবং নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখে এবং বুঝিবার জন্য নামাযের মধ্যে খোদা তা'লার নিকট দোয়া করিতে থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, জিদ ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সত্য নির্ণয়ের জন্য কোন লোক যদি খোদার নিকট দোয়া করিতে থাকে, তাহার নিকট সত্য ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই শর্ত পালন করিয়া খোদা তা'লার নিকট মীমাংসা

চাওয়ার মত লোক অতি অল্পই দেখা যায়। অধিকাংশ লোকই স্বীয় বুদ্ধির দোষে অথবা জিদ ও কুসংস্কারের জন্য খোদার ওলীকে (বন্ধু) অগ্রহ্য করিয়া নিজেদের ঈমান হারায়। ওলী নবীর সত্যতার নির্দর্শন। ওলীর উপর বিশ্বাস না থাকিলে নবীর উপরও বিশ্বাস থাকে না। নবীর উপর বিশ্বাস না থাকিলে পরিণামে খোদার অস্তিত্বেও বিশ্বাস থাকে না। এইরূপে ওলীকে অবিশ্বাস করার ফলে ঈমান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়।

প্রচার কার্যের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কুরআন শরীফের আয়াত **مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ*** ‘তাহারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার উপর হইতে ছুটিয়া আসিবে’-এর প্রতীকরূপে যাহারা লক্ষ লক্ষ লোকের ঈমান নষ্ট করিতেছে, সেই খ্রিস্টীয় উপদ্রব কি এখন বিদ্যমান নাই? এই প্রশ্ন এখন ভাবিয়া দেখা অতি আবশ্যিক। যে সংক্ষারকের দ্বারা এই উপদ্রব রহিত হইবে, হ্যরত রসূল করীম (স.) তাঁহাকে কি উপাধি দিয়াছেন? এই প্রশ্নেরও এখন উত্তর দিবার সময় আসিয়াছে। দিন দিন ক্রুশ-ধর্মের জোর বাড়িতেছে। সর্বত্র উহার আড়া জমিতেছে। বহু মিশন স্থাপিত হইতেছে এবং সুদূর দেশসমূহে উহা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আর কোন প্রমাণ না থাকিলেও স্বতঃই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, এই আগুন নিভাইবার জন্য এ যুগে একজন সংক্ষারকের আবির্ভাব আবশ্যিক। খোদা তা'লাকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি আমাদিগকে আমাদের কথা অনুভব করার মধ্যেই এই প্রমাণটিকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, স্বীয় রসূলের মহিমা ও গৌরব প্রকাশের জন্য পূর্ব হইতেই তিনি এ যুগের জন্য বহু ভবিষ্যদ্বাণী নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এযুগে একজন সংক্ষারক আসিবেন এবং **يَكُسْرُ الصَّلِيبَ** অর্থাৎ ক্রুশ-ধর্ম করা হইবে তাঁহার একটি কাজ।

* ۷۴ ﴿النَّبِيَّ عَلَىٰ﴾ (আল-আবিয়া রুক্ত-৭, আয়াত ৯৭)

ক্রুশ-ধৰ্বস বলিতে কি বুঝিতে হইবে?

এইভাবে চিন্তা করিলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই এই কথা মানিয়া লইতে হইবে যে, এ যুগে একজন সংক্ষারকের আবশ্যক। ক্রুশ-ধৰ্বস করা যে তাহার এই সময়ের কাজ তাহাও অস্থীকার করিবার উপায় নাই। তবে মসীহ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে, ‘তিনি ক্রুশ-ধৰ্বস করিবেন’ ইহার অর্থ কি, তাহাই মীমাংসার বিষয়। তিনি কি ক্রুশের কাঠ ধৰ্বস করিয়া বেড়াইবেন? ইহাতে কি ফল হইবে? একথা অতি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তিনি যদি কাঠের তৈরী ক্রুশগুলি ধৰ্বস করিয়া বেড়ান তবে তাহা কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হইবে না, ইহাতে তেমন কোন উপকার দর্শিবে না। কাঠের তৈরী ক্রুশগুলি যদি তিনি ধৰ্বস করেন উহার স্থলে সোনা, রূপা ও অন্যান্য ধাতুর ক্রুশ তৈরী হইবে; ইহাতে খ্রিষ্ট-ধর্মের কতটুকু ক্ষতি হইবে? হ্যরত আবুবকর (রা.), এজিদ এবং সুলতান সালাহউদ্দিন অনেক ক্রুশ নষ্ট করিয়াছিলেন। এই কাজের জন্য তাঁহারা কি মসীহ মাওউদ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন? নিশ্চয় নহে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ক্রুশ ধৰ্বস বলিতে সেই কাঠের ক্রুশ বুঝায় না, যাহা অনেক খ্রিস্টান গলায় ঝুলাইয়া রাখে। ইহার একটি গৃহ্ণ অর্থ আছে। আর একটি হাদীসে **بِصَعْدَ لَحْرٍ** অর্থাৎ মসীহ মাওউদ (আ.) যুদ্ধ রহিত করিবেন বলিয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহা এই গৃহ্ণ অর্থের সমর্থন করে। এখন কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিক, একদিকে এই হাদীস অনুসারে মসীহ মাওউদ (আ.) যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দিবেন এবং তখনকার মত জিহাদ বা ধর্ম্যযুদ্ধ হারাম বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর এক দিকে তিনি ক্রুশ-ধৰ্বস করিবেন, অথচ তখন শাস্তি বিরাজ করিবে ও গভর্নমেন্ট ন্যায়বান হইবে বলিয়া আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ক্রুশ ধৰ্বস করা যেহেতু মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কাজ এবং যুদ্ধও যখন হইবে না, তখন আপনি নিজেই বিবেচনা করিলে বুঝিবেন, ক্রুশ-ধৰ্বস করার অর্থ কাঠের বা পিতলের যে ক্রুশ খ্রিস্টানরা গলায়

বুলাইয়া রাখে, তাহা ধৰংস করা নহে; বৰং ক্রুশ-ধৰংসের অৰ্থ হইবে খ্রিস্টধৰ্মের অসারতা প্ৰতিপন্ন কৰা। আমি যে দাবী কৰিয়াছি, উহার সত্যতা তি ইহাতে প্ৰমাণিত হয় না? বস্তুতঃ **يَكُسْرُ الصَّلِيبُ** ‘ক্রুশ-ধৰংস’ যে সত্ত্বেৱ প্ৰতি ইঙিত কৰে, তাহা লইয়াই আমি আসিয়াছি।

ধৰ্মেৱ নামে যুদ্ধ কৰা হারাম

আমি পৱিষ্ঠার ঘোষণা কৰিয়াছি, বৰ্তমান সময়ে জিহাদ বা ধৰ্ম-যুদ্ধ হারাম (নিষিদ্ধ)। কাৰণ ‘ইয়াক্ সেৱোস্ সালীব’ (ক্রুশ ধৰংস কৰা) যেমন মসীহ মাওউদ (আ.)-এৱ কাজ, তন্দুপ ‘ইয়াজাউল হাৰ’ (যুদ্ধ রাহিত কৰা) তাঁহার আৱ একটি কাজ; এই শেষোক্ত কাজেৱ জন্য জিহাদ হারাম বলিয়া ফতওয়া দেওয়া আমাৱ কাজ ছিল। অতএব আমি বলিতেছি, বৰ্তমান যুগে ধৰ্মেৱ নামে অন্ত ধাৰণ কৰা হারাম এবং ভীষণ পাপ। সীমান্ত প্ৰদেশেৱ অসভ্য লোকেৱা জিহাদেৱ নামে ডাকাতি কৰিয়া জীবিকা নিৰ্বাহেৱ ব্যবস্থা কৰে। এইৱৰপে শাস্তি নষ্ট কৰিয়া তাহাৱা ইসলামেৱ দুৰ্নাম রটাইতেছে। তাহাদেৱ জন্য আমাৱ বড়ই দুঃখ হয়। এই বৰ্বৰদেৱ জন্য কোন প্ৰকৃত মুসলমানেৱ সহানুভূতি থাকা উচিত নহে।

তবে ‘ক্রুশ ধৰংস’ কৰাৱ অৰ্থ কি?

মনোযোগেৱ সহিত শ্ৰবণ কৰা বৰ্তব্য যে, খ্রিস্টধৰ্ম যখন প্ৰবল হইবে তখন মসীহ মাওউদ (আ.)-এৱ আসিবাৰ সময় এবং ক্রুশ-ধৰংস কৰা তাহাৰ কাজ। সুতৰাং স্পষ্ট বুৰো যাইতেছে যে মসীহ মাওউদ (আ.)-এৱ আগমনেৱ উদ্দেশ্য খ্রিস্টধৰ্মেৱ পূৰ্ণ খন্দন কৰা। তিনি দলিল-প্ৰমাণ দিয়া খ্রিস্টধৰ্মেৱ ভিত্তিহীনতা সপ্রমাণ কৰিবেন। আল্লাহৰ বিশেষ সাহায্যে এবং অলৌকিক ঘটনার বলে তাঁহার দেওয়া দলিল প্ৰমাণ প্ৰবল শক্তিশালী হইবে এবং ঐ ধৰ্মেৱ অসারতা জগদ্বাসীৱ নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। লক্ষ লক্ষ লোক একথা স্বীকাৰ কৰিবে যে, খ্রিস্ট-ধৰ্ম মানুষেৱ জন্য মঙ্গলজনক হইতে পাৱে না। এই কাৰণে আমাৱ পূৰ্ণ চেষ্টা ক্রুশ-ধৰ্মেৱ বিৱৰণকে নিয়োজিত রহিয়াছে।

হ্যরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু

ক্রুশ ধ্বংস করিতে কিছু অবিশ্বষ্ট আছে কি? হ্যরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথাই ঐ ধর্মকে নির্মূল করিয়া দিয়াছে। এ কথা যখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, হ্যরত ঈসা (আ.) ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই, কাশীরে আসার পর স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তখন ক্রুশ ধ্বংসের আর কি অবশিষ্ট আছে, তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমাকে বলিয়া দিবেন কি? জিদ, কুসংস্কার যাহার হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নাই এবং বিচার শক্তি নষ্ট করে নাই, এইরূপ খ্রিস্টানও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এই প্রশ্নের ফলে খ্রিস্টধর্ম সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

ফল কথা, খ্রিস্টধর্ম যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠাইবেন। এই কথা অতি স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ক্রুশ-ধর্মের উপদ্রব যখন খুব বেশী হইবে, যখন উহার প্রচারকল্পে যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করা হইবে, শির্ক ও মৃত্যের পূজা-রূপ অনাচারে পৃথিবী যখন পরিপূর্ণ হইবে তখন আল্লাহ্ তা'লা যে মহাপুরুষকে পাঠাইবেন তাহার কাজ হইবে মৃত্যের পূজা ও ক্রুশ-পূজার অভিসম্প্রাপ্ত দূর করিয়া যাবতীয় অনাচার হইতে পৃথিবীকে পবিত্র করা। ইহাই ক্রুশ-ধ্বংসের স্বরূপ। বাহ্য দৃষ্টিতে ‘ইয়াক্সিরোস্সালীব’ (ক্রুশ-ধ্বংস করা) ও ‘ইয়াজাউল হার্ব’ (যুদ্ধ রহিত করা) পরম্পর বিরোধী মনে হয়। কারণ বিনা যুদ্ধে ক্রুশ ধ্বংস করা কিরণে সন্তুষ্ট হইতে পারে? মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য যাহারা বুঝে নাই, অন্দপ অল্ল বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের নিকট ইহা বিপরীতার্থক বোধ হইবে। বস্তুতঃপক্ষে ‘ইয়াজাউল হার্ব’ বা ‘যুদ্ধ রহিত করা’ ক্রুশ ধ্বংসের প্রকৃত অর্থই প্রকাশ করিতেছে। আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি, ক্রুশ-ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ কাঠের বা অন্য কোন জিনিষের তৈরী ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলা নহে। ক্রুশীয় ধর্মকে পরাভূত করাই ক্রুশ ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ। ধর্মের পরাজয় দলিল-প্রমাণের দ্বারাই হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন:

لِّيَهُكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بِئْتَهُ

‘যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়, যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে’ (৮:৪৩)।

যାହା ହୁକ, ଆମାର ବିରୋଧୀ ଆଲେମଗଣ ସଦି ଏତଦୂର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ନା କରିଯା, ଖୋଦାର ସମ୍ମୁଖେ ଉପଚ୍ଛିତ ହିତେ ହିତେ ସ୍ମରଣ ରାଖିଯା ଶାନ୍ତମନେ ଏହି ସମୁଦୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଯା ଦେଖିତ, ତାହା ହିଲେ ଆମାର ଅନୁସରଣ କରା ବ୍ୟତୀତ ନିଶ୍ଚଯଇ ତାହାଦେର ଆର କୋନ ପଥ ଥାକିତ ନା । ତାହାରା ଦେଖିତେ ପାଇତ ଯେ, ଆମି ଏଇ (ହିଜରି ଚତୁର୍ଦଶ*) ଶତାବ୍ଦୀର ଶିରୋଭାଗେ ଆସିଯାଛି । ବରଂ ଆରଓ ଉନିଶ (ବର୍ତ୍ତମାନେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ୩୦ ବଂସର ଚଲିତେହେ*) ବଂସର ଅତୀତ ହିଁଯାଛେ । ଶତାବ୍ଦୀର ଶିରୋଭାଗେ ମୁଜାଦିଦେର ଆଗମନ ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟଥାଯ ନିଶ୍ଚଯଇ ରସ୍ତ୍ର କରୀମ ସାଲାଲାହୁ ଆଲାୟରେ ଓୟା ସାଲାମକେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସାବ୍ୟନ୍ତ କରା ହୟ । ଆବାର ତାହାରା ସଦି ଖ୍ରିଷ୍ଟ-ଧର୍ମେର ଉପଦ୍ରବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିତ, ତାହା ହିଲେ ଦେଖିତେ ପାଇତ ଯେ, ଇସଲାମେର ଜନ୍ୟ ଇହା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ବିପଦ ଆର କଥନେ ଆସେ ନାଇ । ବରଂ ସଥନ ହିତେ ନବୀଗଣେର ଆବିର୍ଭାବ ଆରଣ୍ୟ ହିଁଯାଛେ, ତଥନ ହିତେ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆର କଥନେ ଦେଖା ଦେଇ ନାଇ । ଦର୍ଶନେର ଦିକ ଦିଯା ଧର୍ମେର ଉପର ଆକ୍ରମଣ ଆସିଯାଛେ । ବିଜାନେର ଦିକ ଦିଯା ଧର୍ମେର ଉପର ଆକ୍ରମଣ ଚଲିତେହେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଇ ଯାହାର ଯେ ବିଷୟ ଜାନା ଆଛେ, ତଥାରା ଇସଲାମକେ ଆକ୍ରମଣ କରିତେହେ । ନର-ନାରୀ ଉଭୟେ ବକ୍ତ୍ଵା କରିତେହେ ଏବଂ ବିବିଧ ଉପାୟେ ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ଲୋକଦିଗକେ ବୀତଶ୍ରଦ୍ଧ କରିତେ ଚେଷ୍ଟା କରିତେହେ । ଖ୍ରିସ୍ତଧର୍ମେର ପ୍ରତି ଲୋକଦିଗକେ ଆକୃଷ କରା ତାହାଦେର କାଜ । ହାସପାତାଲେ ଯାଓ, ଦେଖିବେ ଔଷଧେର ସହିତ ଖ୍ରିଷ୍ଟ-ଧର୍ମେର କଥା ଶୁନାଇତେହେ । ଏମନେ ଅନେକ ସମୟ ଘଟିଯାଛେ ଯେ, ଚିକିତ୍ସାର ଜନ୍ୟ ହାସପାତାଲେ ଯାଇଯା କ୍ରୀଲୋକ ବା ବାଲବ-ବାଲିକା ନିରଦେଶ ହିଁଯାଛେ ଏବଂ ପରେ ଖ୍ରିସ୍ଟାନ ଅବସ୍ଥାଯ ପାଓଯା ଗିଯାଛେ । ତାହାରା ସାଧୁ ବେଶେ ପ୍ରଚାର କରିଯା ବେଡ଼ାଇତେହେ । ଫଳ କଥା, କୁପ୍ରରୋଚନାର ଏମନ କୋନ ପଥ୍ର ବାକୀ ନାଇ, ଯାହା ଏଇ ଖ୍ରିସ୍ଟାନ ଜାତି ଅବଲମ୍ବନ କରେ ନାଇ । ତାହାଦେର ଉପଦ୍ରବେର ଉପର ସଦି ଆଲେମଦେର ଦୃଷ୍ଟି

* ପ୍ରକାଶକ ।

* ପ୍ରକାଶକ ।

থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা স্থীকার করিত যে, ইহার প্রতিকারের জন্য খোদা তালার তরফ হইতে নিশ্চয়ই কাহারও আগমন আবশ্যক। কুরআন করীমের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগ যদি তাহারা লক্ষ্য করিত, তাহা হইলেও তাহারা নিশ্চয়ই বলিত যে, **لَمْ يَأْفِطُنَّ** (আমরাই উহার রক্ষক) বলিয়া আল্লাহ তা'লা যে প্রতিশ্রূতি দান করিয়াছেন, তদনুযায়ী নিশ্চয়ই কুরআন শরীফের একজন রক্ষকের আবির্ভাব আবশ্যক। তাহারা যদি হ্যরত মুসা (আ.)-এর খলীফা ও মুহাম্মদী খলীফার সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিত তাহল হইলেও তাহাদিগকে মানিতে হইত যে, এই চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন ‘খাতামুল-খুলাফার’ আবির্ভাব আবশ্যক। এইরূপে একটি দুইটি নহে, বহু কথা আছে, যাহা তাহাদের হেদায়াতের উপকরণ হইতে পারিত। কিন্তু তাহারা উন্দিয়ের পূজা এবং জিদ ও কুসংস্কার বশতঃ এই সকল কথা না ভাবিয়াই শক্রতা করিতেছে।

আমি যে সকল কথা উপস্থাপন করিতেছি, তাহা সেই ব্যক্তিই অস্থীকার করিতে পারে, যে কখনও ঘরের বাহিরে যায় না এবং হজরার (কর্তৃৰী) মধ্যেই যাহার জীবন কাটে। যে বলে, কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই, তাহাকে আমি শুধু কুসংস্কারে নিমজ্জামানই বলি না, বরং বেয়াদব ও দুষ্ট বলি। আঁ-হ্যরত (স.)-এর সমানের খেয়াল তাহার অন্তরে নাই এবং কিরণে তাঁহাকে সম্মান দেখান আবশ্যক, তাহা সে আদৌ জানে না। বুদ্ধিমান ও ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা জানেন যে, আঁ-হ্যরত (স.) এই বিপদকে কখনও সামান্য মনে করেন নাই। বস্তুতঃ এই বিপদ সামান্য নহে। আমি লোকদিগকে এই বিপদের কথা জানাইয়া দিতে চাই বলিয়া বার বার একথা বলি। খিস্টানদের কাগজগুলি দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলির এক একখানারই লক্ষ লক্ষ কপি বাহির হয়। প্রচারের যে সকল উপায় এখন আছে, উহা পূর্বে কখনও ছিল কি? ইহার পূর্বে ইসলামের বিরুদ্ধে একখানা পত্রিকা দেখাইতে পার কি? এই শতাব্দীতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে তাহা একত্র করিলে পর্বত প্রমাণ হইয়া বহু মাইল বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। কিছুমাত্র

অতিশয়োক্তি না করিয়া আমি বলিতেছি যে, এই সকলের উচ্চতা জগতের উচ্চতম পর্বত হইতেও বেশী হইবে এবং এই সমুদয় যদি বিস্তৃত করিয়া জমির উপর সাজাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বহু মাইল ব্যাপী এলাকাকে ঢাকিয়া ফেলিবে। ইসলাম এখন কারবালার মাঠের শহীদগণের ন্যায় চারিদিকে শক্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। অধিকস্তু আরও দুঃখ এই যে, আমার বিরুদ্ধবাদীগণ বলে, ‘আল্লাহর তরফ হইতে কাহারও আসিবার আবশ্যকতা নাই’।

অনর্থক বাক-বিতঙ্গাকারীর সহিত আমার কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। এইরূপ লোকের সহিত কথা বলা, বৃথা সময় নষ্ট করা ব্যক্তিত আর কিছুই নয়। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সত্যের সংকান করে, সে আমার কাছে আসিয়া অবস্থান করুক। তাহাকে বুঝাইয়া তাহার চিন্তে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য আমি সর্বতোভাবে প্রস্তুত আছি। কস্তি দৎখ এই যে, এ রকম লোক পাওয়া যায় না। আমার বিরুদ্ধবাদী দুই চারি দশ মিনিটেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে চায়। ইহা যেন ধর্মের জুয়া খেলা। সত্য এভাবে বুঝা যায় না। আপনি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন, ইসলামকে পরাভূত করিবার জন্য খ্রিস্টানগণ এখন কত জোর দিতেছে। কলিকাতার বিশপ সাহেব লঙ্ঘনে যাইয়া বক্তৃতা দিয়াছেন যে, খ্রিস্ট-ধর্ম গ্রহণ না করিয়া কোন লোকই ইংরেজ গভর্নমেন্টের হিতাকাঞ্জী হইতে পারে না। এই সকল বক্তৃতা হইতে কি এ কথা অনুমান করা যায় না যে, লোকদিগকে খ্রিস্টান করিবার জন্য কতখানি চেষ্টা চলিতেছে এবং খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্য কত স্পষ্ট। তাহাদের ইচ্ছা এই, যেন একজন লোকও মুসলমান না থাকে। খ্রিস্টান পাদরীগণও একথা স্বীকার করিয়াছে যে, তাহাদের সামনে ইসলাম অপেক্ষা বড় বাধা আর নাই। স্মরণ রাখিও, খোদা তাঁলা তাঁহার ধর্মের সম্মান রক্ষার জন্য প্রস্তুত। তিনি সত্যই বলিয়াছেন:

○ِإِنَّا نَحْنُ نَرْزَقُنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

‘নিশ্চয় আমরা এই যিক্র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফায়তকার’ (১৫:১০)।

আহ্বান

এই প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আসিবেন বলিয়া আঁ-হয়রত সাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে প্রতিশ্রূতি দিয়াছেন, তদনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ করিয়াছেন। হাদীসে আমার নাম 'কাসেরুসসালীব' (ত্রুশ ধৰ্মকারী) রাখা হইয়াছে। আমার এই দাবী যদি মিথ্যা হয়, নবুয়তের যাবতীয় ব্যাপারই মিথ্যা হইবে। ইহার উপর আরও আশ্চর্যের বিষয় এই হইবে যে, খোদা তা'লা যিথ্যার সহায়তাকারী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন (মায়াল্লাহ্)। কারণ আমি তাঁহার সাহায্য পাইয়া থাকি এবং তাঁহার সহায়তা আমর সঙ্গে আছে।

মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগের লক্ষণ

অমূলক সন্দেহবশতঃ আপত্তি করিয়া বলা হয় যে, মসীহ (আ.) আকাশ হইতে আসিবেন। তাঁহার হাতে এক অস্ত্র থাকিবে, উহার দ্বারা তিনি দাজ্জালকে বধ করিবেন। খোদা তা'লার যাবতীয় শক্তি দাজ্জালের আয়ত্তে থাকিবে। মসীহ (আ.) আকাশ হইতে বিনা সিঁড়িতে নামিয়া আসিবেন। কিন্তু দামেক্ষের মিনারে পৌঁছিয়া বিনা সিঁড়িতে নামিবেন না। দাজ্জাল মৃতদিগকে পুনরায় জীবিত করিবে। এইরূপ অনেক কথা তাহারা মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নয়ল (আবির্ভাব) সম্বন্ধে তৈরী করিয়া রাখিয়াছে। দাজ্জালের সম্বন্ধে আরও বলা হয় যে, সে অঙ্গ হইবে। ইহাতে দাজ্জাল কি বলিতে পারিবে না যে, সে একক ও অদ্বিতীয় বলিয়া এবং সকলকে এক দৃষ্টিতে দেখে বলিয়া তাহার চক্ষু মাত্র একটি? যে কোন বুদ্ধিমান লোক এই সকল কথা চিন্তা করিলে স্বতঁই তাহার হসি পাইবে যে, তাহারা কি অস্তুত কথা বলে! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা একটিও কাল্পনিক নহে; প্রত্যেকটিই বাস্তব। আমার কথাগুলির স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং খোদা তা'লার সহায়তাও আছে। আজ যাহারা বুঝিতেছে না, তাহারা পরে বুঝিবে। আল্লাহ্ র জ্যোতিঃ কেহ নিভাইতে পারে না।

আহ্বান

নযুল শব্দটির ভুল অর্থ করিও না

স্মরণ রাখিও, শব্দের অর্থ করিতে লোকে বড়ই ভুল করে। শব্দ কখনও ধাতুগত মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আলঙ্কারিকভাবে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। আঁ-হ্যরত (স.) বলিয়াছিলেন, সর্ব প্রথম তাঁহার সেই স্ত্রীর মৃত্যু হইবে, যাহার হাত সবচেয়ে বেশী লম্বা। আঁ-হ্যরত (স.)-এর সম্মুখেই তাঁহার বিবিগণ তাঁহাদের হাত মাপিয়া দেখিলেন; কিন্তু আঁ-হ্যরত (স.) এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। ঘটনাক্রমে যখন বিবি যয়নব আঁ-হ্যরত (স.)-এর পর সর্ব প্রথম জান্নাতবাসিনী হইলেন, তখন বুঝা গেল যে, হাত লম্বা কথাটি মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহার অর্থ সর্বাপেক্ষা দানশীল। আল্লাহর কালামেও এইরূপ উদাহরণ আছে, সেখানে শব্দের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করিলে কোনই অর্থ হয় না। যথা-

مَنْ كَانَ فِي الْخَرْقَاءِ فَهُوَ فِي الْأَخْرَقِ أَعْلَمُ

‘যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকিবে সে পরজগতেও অন্ধ হইবে’ (১৭:৭৩)। আপনি উজিরাবাদের অধিবাসী। সেখানকার হাফেজ আবদুল মান্নান (এই ব্যক্তির দৃষ্টি-শক্তি ছিল না- অনুবাদক) এই সেলসেলার একজন ঘোরতর শক্তি। এই আয়াতের অর্থ তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। নিচয় তাহাকে বলিতে হইবে যে, এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা চলে না, রূপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। এই আয়াতের অর্থ ইহা নহে যে, এই পৃথিবীতে যাহাদের চক্ষু নাই, পরকালেও তাহাদের চক্ষু থাকিবে না। এই আয়াতে অন্ধ অর্থে জ্ঞান ও দূরদর্শীতার অভাব বুঝিতে হইবে।

শব্দের রূপক অর্থ থাকা যখন প্রমাণিত বিষয়, বিশেষতঃ ভবিষ্যদ্বাণীতে যখন রূপক থাকিবার রীতি আছে, তখন মসীহুর ‘নযুল’ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির প্রকাশ্য অর্থ ব্যুত্তীত আর কোন অর্থে গ্রহণ না করা কি প্রকারে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? আমার বিরক্তবাদীগণ সর্বত্রই প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে এবং ভিত্তিহীন ক঳নার আশ্রয় নেয়। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন-

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

‘নিচয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না’ (১০:৩৭)।

إِنَّ بَعْضَ الظُّنُونِ إِنْمَّا

‘কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ’ (৪৯:১৩)।

অলীক খেয়ালের বশবর্তী হইয়া শব্দের যদি প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে দৃষ্টিশক্তিহীনদের মুক্তির আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে কথার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই, উহার উপর কেন যে তাহারা এত জোর দেয় তাহা আমার বুদ্ধিতে আসে না। খোদা তালার ভাষা সম্বন্ধে তাহাদের মোটেই জ্ঞান নাই। এই বিষয়ে তাহাদের যদি জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষায় কি পরিমাণ রূপকের ব্যবহার থাকে তাহা জানিত। আঁ-হযরত (স.) স্বপ্নে নম্বয় হস্তে সোনার বলয় দেখিয়াছিলেন যাহা তিনি ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; তাহার অর্থ ছিল ভও নবী। তাঁহাকে গরু যবাহ করা দেখান হইয়াছিল। ইহার অর্থ ছিল তাঁহার সাহাবাগণের হত্যা। ইহা কোন অজ্ঞান কথা নহে। স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে ইহাই খোদা তালার সাধারণ নিয়ম। দেখ, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যে স্বপ্ন কুরআন শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে উহাতে কি চন্দ, সূর্য ও তারকাই বুঝায়? অথবা মিশরাধিপতির স্বপ্নে গরু দেখার অর্থ কি সত্য সত্যই গরু ছিল না আর কিছু? এইরূপ একটি দুইটি নহে, হাজার হাজার উদাহরণ পাওয়া যায়। আশ্রমের বিষয় এই যে, মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহারা একথা ভুলিয়া গিয়া শব্দের প্রকাশ্য অর্থের উপর জোর দেয়। এই প্রকার বিষয়ে মতভেদের মূল কারণ দুইটি। যথা, রূপকের স্থলে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা এবং প্রকাশ্য অর্থের স্থলে রূপক অর্থ গ্রহণ করা। ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষায় যদি রূপকের অঙ্গিত্ব স্থিকার করা না হয় তাহা হইলে কোন কোন নবীর নবুয়ত প্রমাণ করা অতি কঠিন হইয়া পড়িবে। ইহুদীগণ এই বিপদে পড়িয়াছিল। হযরত ইসা (আ.) সম্বন্ধে লিখিত ছিল যে, তাঁহার আসিবার পূর্বে ইলিয়াস নবী আকাশ হইতে আসিবেন। মালাকী নবীর কেতাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহুদী জাতি ইলিয়াস নবীর আশায় আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। কিন্তু ইলিয়াস নবীর অবতরণের পূর্বেই যখন হযরত ইসা (আ.) আসিলেন, তখন ইহুদীগণ

আহ্বান

হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল । তাহাদের এই সমস্যা দাঁড়াইল যে ইলিয়াস নবী
আকাশ হইতে নামিয়া আসার পূর্বে মসীহ আসিতে পারেন না ।

এখন ন্যায়বিচার আবশ্যক । এই ঘোকন্দমা যদি কোন জজের
আদালতে পেশ করা হয়, ইহনীগণকেই তিনি ডিক্রী দিবেন, কারণ
পরিষ্কার লেখা আছে যে মসীহ আসার পূর্বে ইলিয়াস (আ.) আকাশ
হইতে আসিবেন । হ্যরত ঈসা (আ.) হ্যরত ইয়াহিয়া (আ.)-কে ইলিয়াস
(আ.)-এর ‘বুরুজ’- সমগ্রণ ও সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট প্রতিপন্থ করিয়া ইয়াহিয়া
(আ.)-কে ইলিয়াস (আ.) বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন । এইরপ বুরুজের
উদাহরণ ইতিপূর্বে ইহুদীদের মধ্যে ছিল না । ইহুদীদের কেতাবগুলি
সম্মতে সত্য মিথ্যা কিছু না বলাই আমার রীতি । কিন্তু কুরআন শরীফে
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে,

فَنَّلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

‘যদি না জান তবে তাহা হইলে আহলে যিক্রকে (কিতাবধারীগণকে)
জিজ্ঞাসা কর’ (১৬:৪৪) ।

এতদ্যুতীত কুরআন শরীফের কোথাও এই ঘটনার বিরুদ্ধে কোন
কথা নাই । অন্যদিকে ইহুদী ও খ্রিস্টান জাতি উভয়েই এই ঘটনা স্বীকার
করে । ঘটনাটি যদি সত্য না হইত, তাহা হইলে খ্রিস্টানদের ইহার
প্রতিবাদ করা কর্তব্য ছিল ।

বিশেষতঃ ঘটনাটি সত্য বলিয়া স্বীকার করায় খ্রিস্টানদিগকে অনেক
কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় । ইহা যদি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা
যাইত, তাহা হইলে তাহারা এই সকল সমস্যার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ
করিতে পারিত । ইহা সত্ত্বেও তাহারা যখন ঘটনাটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার
করে, তখন আমাদের পক্ষে অথথা ইহাকে মিথ্যা বলিবার হেতু কি?

সত্য কথা এই যে, মসীহ (আ.) আসিবার পূর্বে ইলিয়াস (আ.)
আসিবেন বলিয়া একটি প্রামাণিক সংবাদ ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল ।
এই কারণেই যখন হ্যরত ঈসা (আ.) আসিলেন তখন তাহারা বিপদে
পড়িল । তাহারা হ্যরত ঈসা (আ.)-কে ইলিয়াস (আ.)-এর কথা জিজ্ঞাসা

আহ্বান

করিল। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বীকার করিলেন এবং ইলিয়াস (আ.)-এর গুণসম্পন্ন বলিয়া হয়রত ইয়াহিয়া (আ.)-কে ভবিষ্যদ্বাণীর কথিত নবী সাব্যস্ত করিলেন। এই সংবাদ যদি সত্য না হইত তাহা হইলে ইয়াহিয়া (আ.)-কে ইলিয়াস (আ.) বলিয়া সাব্যস্ত করার পরিবর্তে তাঁহার এই কথা বলাই উচিত ছিল যে, ইলিয়াস (আ.)-এর আসিবার ভবিষ্যদ্বাণীটি ভুল, কোন ইলিয়াস (আ.) আসিবেন না। হয়রত ঈসা (আ.) যদি এই সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিতেন, নিশ্চয়ই তিনি ইয়াহিয়া (আ.)-এর রূপে ইলিয়াস (আ.)-কে দেখাইতেন না। ইহা সামান্য কথা নহে। হয়রত ঈসা (আ.)-এর পক্ষে ইহুদীগণের আপত্তি স্বীকার করিয়া উত্তর দেওয়াই একথার অতি পরিষ্কার প্রমাণ যে, উহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যাহা হউক, ইহুদীদিগন্তের এই আপত্তি গ্রহণযোগ্য ছিল এবং উহা গ্রহণ করিয়াই হয়রত ঈসা (আ.) উত্তর দিয়াছিলেন, 'ইয়াহিয়া (আ.)-ই সেই ইলিয়াস (আ.) যাঁহার আসিবার কথা ছিল। যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে ইহা বিশ্বাস করুক'।

রূপক বর্ণনা যদি গ্রহণযোগ্য না হয় এবং উহা যদি ঐশ্বী সংবাদের একটা প্রধান অঙ্গ না হয়, তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধবাদী আলেমদেরও ইহুদীগণের ন্যায় হয়রত ঈসা (আ.)-এর দেওয়া ব্যাখ্যা অস্বীকার করা আবশ্যিক। আমি ইতিপূর্বেই দেখাইয়াছি যে, ইলিয়াস নবীর আগমন সংক্রান্ত সংবাদটিকে মুসলমানগণ মিথ্যা বলিতে পারে না। কারণ কুরআন ইহাকে মিথ্যা বলে নাই। ইহাকে মিথ্যা বলিবার সর্বপ্রথম অধিকার ছিল হয়রত ঈসা (আ.) ও তাঁহার অনুসারীগণের। তাঁহারাও উহাকে মিথ্যা বলেন নাই। সুতরাং আমার বিরুদ্ধবাদীগণের মতে রূপক যখন গ্রহণযোগ্য নহে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীই যখন প্রকাশ্য শান্তিক অর্থে পূর্ণ হওয়া দরকার, তখন ইহুদীগণের ন্যায় তাহাদিগকেও বলিতে হইবে যে, হয়রত মসীহ (আ.) এখনও আসেন নাই। হয়রত ঈসা (আ.)-এর আগমন অস্বীকার করিলে, আঁ-হয়রত (স.)-কেও অস্বীকার করিতে হয়। এইরূপে ইসলাম তাহাদের হাত হইতে চলিয়া যাইবে। এই কারণে আমি বার বার এই কথার উপর জোর দেই যে, আমাকে মিথ্যাবাদী বলায় ইসলামকে মিথ্যা বলা অপিরিহার্য হইয়া পড়ে।

আহ্বান

এই অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অনুমান করিতে পারেন যে, কোনও নবীর দ্বিতীয়বার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন রূপকভাবে পূর্ণ হয়, হ্যরত দৈসা (আ.)-এর দ্বিতীয়বার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সেভাবেই পূর্ণ হওয়ার কথা । হ্যরত দৈসা (আ.)-এর ফয়সালা হাইকোর্টের ফয়সালার মত গণ্য হইবে । যে কেহ ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিবে, সে বিফলকাম হইবে । স্বয়ং হ্যরত দৈসা (আ.)-এরই যদি আসিবার কথা থাকিত, তিনি পরিষ্কারভাবে বলিতেন ‘আমিই নিজে আসিব’ । ইহুদীদের আপত্তি এই যে, ইলিয়াস (আ.)-এর তুল্য ব্যক্তিই যদি আসিবার কথা ছিল, খোদা তা'লা কেন বলিলেন না যে ইলিয়াস (আ.)-এর তুল্য ব্যক্তিইত আসিবেন? ফল কথা খোদাকে ভয় করিয়া এবং বিশুদ্ধ মনে হ্যরত ইলিয়াস (আ.) সংক্রান্ত ঘটনাটি চিন্তা করিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, কাহারও দ্বিতীয়বার আসিবার কথা থাকিলে তাহার কি অর্থ হয় এবং তিনি কিভাবে আসেন । দুই ব্যক্তি বাদানুবাদ করিতেছে । একজন দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছে, আর একজন দৃষ্টান্ত দিতে পারে না । এখন বল কাহার কথা মানিয়া লইবার উপযুক্ত? স্বীকার করিতে হইবে যে, যুক্তিতর্কের উপর যে ব্যক্তি দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে, তাহার কথাই গ্রহণযোগ্য । ইলিয়াস (আ.) সম্বন্ধে স্বয়ং হ্যরত দৈসা (আ.) যে ফয়সালা করিয়াছিলেন, আমি দৃষ্টান্ত হিসাবে তাহা পেশ করিতেছি । আমার বিরুদ্ধে আলেমগণ যদি তাহাদের দাবী সত্য বলিয়া মনে করে, তবে তাহাদের দুই চারি ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা উচিত, যাহাদের আকাশ হইতে নামিয়া আসিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । সত্যের সমর্থনের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করা নিশ্চয়ই আবশ্যিক । এই ‘মোকদ্দমার’ মীমাংসার বিষয় এই যে, কাহারও দ্বিতীয়বার আসিবার ভবিষ্যদ্বাণী থাকিলে স্বয়ং ঐ ব্যক্তির আগমন বুঝিতে হইবে অথবা তাহার তুল্য ব্যক্তির আবির্ভাব বুঝিতে হইবে । এই দাবী যদি সত্য হয় যে, স্বয়ং সেই ব্যক্তিই আসিবেন, তাহা হইলে হ্যরত দৈসা (আ.)-এর নবুয়তে যে সকল দোষ বর্তায়, তাহা খণ্ডন করা কর্তব্য । প্রথম, এই দোষ বর্তায় যে, তাঁহার মীমাংসা সুবিবেচনা সম্মত নহে । দ্বিতীয়, ইলিয়াস (আ.) যখন আকাশ হইতে আসেন নাই, মসীহ (আ.) কিরণে আসিতে পারেন? এই অবস্থায় ইহুদীগণের অনুকূলে মীমাংসা দিতে হইবে । আমার বিরুদ্ধবাদীগণ এই আপত্তি খণ্ডন করুক । তাহারা রূপককে ধর্তব্যের মধ্যে

আহ্বান

আনিতে চায় না বলিয়া তাহাদের উপর এই বিপদ আসে। সার কথা এই যে, হ্যরত ঈসা (আ.) যে মীমাংস করিয়া গিয়াছেন তাহাই সত্য। ইলিয়াস (আ.)-এর দ্বিতীয়বার আগমনের অর্থ ইহাই ছিল যে, তাহার স্বভাব ও গুণবিশিষ্ট তাঁহার তুল্য কোন ব্যক্তি আসিবেন। ইহার বিপরীত প্রমাণ করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। পূর্ব ও পশ্চিমে বিচরণ করিয়া এ কথার দৃষ্টান্ত অঙ্গেবৎ কর যে, দ্বিতীয়বার যাহার আসিবার কথা থাকে, তিনিই কি স্বয়ং আসিয়া থাকেন? এই বিশ্বাস যদি মনে স্থান দাও, তবে ইহার ফলে ইসলাম হাত ছাড়া হইবে। এই কারণে ইহুদীগণ হ্যরত ঈসা (আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে। আমার বিরোধী মুসলমানগণ কি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে চায়? এই ঘটনার মাধ্যমে আর একটি আপত্তি করা যাইতে পারে। কথিত আছে যে, হ্যরত ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করিতেন এবং এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও বহু ঐশ্বরিক শক্তি ছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, তিনি ইলিয়াস নবীকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন না কেন? অথবা নিজ ক্ষমতায় তাঁহাকে আকাশ হইতে নামাইয়া আনিলেন না কেন?

আমার সঙ্গে যে বিবাদ, তাহা নিষ্পত্তি করিবার পূর্বে বিরোধী মুসলমানগণের কর্তব্য এই যে, তাহারা যেন প্রথমে সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া ফেলে যাহার সম্মুখীন হ্যরত ঈসা (আ.)-কে হইতে হইয়াছিল। কারণ তাঁহার ঐ বিষয়ের মীমাংসা আমার সপক্ষে হইয়াছে। আসল ব্যাপার এই যে, নবীদের মাধ্যমে তাঁহাদের অনুসারীগণ ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত অনেক কথা শুনিয়া থাকে। সময়মত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ঐ সকল কথা সম্বন্ধে কোন নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নহে। যখন সময় আসে এবং ঐ সংবাদ পূর্ণ হয়, তখন বুঝা যায় যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীতে যাঁহার বিষয় উল্লেখ থাকে বা যাঁহার সম্বন্ধে ঐ বাণী প্রয়োগযোগ্য হয়, তাঁহাকে উহা বুঝাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহুদী শাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিতগণ বহুকাল ধরিয়া ইলিয়াস (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের সংবাদ পড়িয়া আসিতেছিলেন এবং খুব আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষাও করিতেছিলেন। কিন্তু হ্যরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহারা উহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ইহা হ্যরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের একটি

আহুান

লক্ষণ ছিল। এই কারণে তাহাকে ইহার জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি ইহার প্রকৃত মীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপে হ্যরত ইউসুফ (আ.)-এর শোকে হ্যরত ইয়াকুব (আ.) চলিশ বৎসর কাঁদিলেন। অবশেষে তিনি যখন তাহার সংবাদ পাইলেন তখন বলিলেন, ‘আমি ইউসুফ (আ.)-এর আগ পাইতেছি’! ইহার পূর্বে কাঁদিয়া তাহার চোখ খারাপ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে জনৈক কবির একটি সুন্দর উক্তি আছে—

کے پر سید ازان گم گردہ فرزند
کا نے روشن گھر پیر خود مند
زمصرش بوئے پیرا ہن شنیدی
چرا در چاه کنعاش نہ تیردی

‘সেই হারান পুত্রের পিতাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবীণ! আপনি মিশর দেশ হইতে পুত্রের জামার আগ পাইতেছেন, অথচ সে যখন কেনানের কূপে পড়িয়াছিল, তখন তাহাকে দেখিতে পান নাই কেন?’

পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক

এই সকল কথা অনর্থক নহে। যখণ হইতে নবীর আগমন আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। আগে তাহার পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। এই পস্তায় পক্ষ ও অপরিপক্ষের মধ্যে প্রভেদ জানা যায় এবং মুমেন (বিশ্বাসী) ও মুনাফেকের (কপট) পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই কারণে আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন:

أَحِسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

‘লোকেরা কি ইহা মনে করিয়াছে যে, তাহাদিগকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যে, তাহারা বলে, ‘আমরা ঈমান আনিয়াছি’ এবং

আহুান

তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না' (২৯:৩) ? এইরূপ কথনও হয় না । জাগতিক ব্যাপারেও পরীক্ষার নিয়ম আছে । সংসারের ব্যাপারে যখন পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় তখন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরীক্ষা হইবে না কেন? বিনা পরীক্ষায় প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না । অবশ্য পরীক্ষার কথা শুনিয়া এইরূপ সন্দেহে পড়া উচিত নহে যে, আল্লাহ্ তালার জানিবার জন্য পরীক্ষার আবশ্যক এবং বিনা পরীক্ষায় তিনি কিছুই জানিতে পারেন না । এইরূপ মনে করা শুধু ভুলই নহে, পরস্ত ইহা কুফর পর্যন্ত পৌছিয়া যায় । কারণ ইহাতে আল্লাহ্ তালার একটি শ্রেষ্ঠ গুণ-তাঁহার সর্বজ্ঞতা অঙ্গীকার করা হয় । পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে গুণ সত্য প্রকাশ করা এবং পরীক্ষিত ব্যক্তিকে তাহার ঈমানের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া । আল্লাহ্ তালার সহিত তাহার সম্বন্ধ কতদূর দৃঢ়, তাহার বিশ্বস্ততা ও ভক্তি কতখানি, পরীক্ষার ফলে সে তাহা জানিতে পারে । এইরূপে অন্য লোকেরাও তাহার গুণের পরিচয় পায় । এই কারণে যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ্ তালার পক্ষ হইতে পরীক্ষা গ্রহণ করায় তাঁহার জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পায়, তবে তাহার কথার কোন মূল্য নাই । প্রত্যেক অণু পরমাণুর সম্বন্ধেও আল্লাহ্ তালার জ্ঞান আছে কিন্তু কোন লোকের ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশের জন্য তাহার পরীক্ষা হওয়া একান্ত আবশ্যক । পরীক্ষারূপ যন্ত্রে পিষ্ট হওয়া ব্যতীত ঈমানের স্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে না । কবি সত্যই বলিয়াছেন-

ہر بلاء کیں قوم راه حق دادہ اند

زیران گنج کرم بمنہادہ اند — (شیخ سعدی)

‘আল্লাহ্ তালা এই জাতির জন্য যে সকল বিপদ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির নীচে অনুগ্রহের ভাণ্ডার লুকায়িত আছে’ । -শেখ সাদী ।

বিপদ আসা ও পরীক্ষা হওয়া চাই । ইহা ছাড়া সত্যের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব । ইহুদী জাতির পক্ষে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের সময়কার পরীক্ষা খুব কঠিন হইয়াছিল । যখনই খোদা তালার তরফ হইতে তাঁহার কোন আদিষ্ট পুরুষ আসেন, নিশ্চয়ই তিনি পরীক্ষা সঙ্গে লইয়া আসেন ।

আহবান

মূসা আলায়হেস সালাতু ওয়া সাল্লামের সদৃশ নবী আসিবেন বলিয়া আঁ-হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কিন্তু আপত্তিকারীগণ প্রশ্ন করে যে, নাম-ধার ইত্যাদি পূর্ণ পরিচয় দিয়া আল্লাহ তা'লা কেন বলিয়া দেন নাই যে তিনি ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে, আবদুল্লার ওরসে, আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন? 'তোমাদের ভাইদের মধ্য হইতে আসিবেন' শুধু এতটুকু বলিয়াছেন কেন? সত্য কথা এই যে, যদি এতদূর খুলিয়া বলা হইত, তবে ঈমান আর ঈমান থাকিত না। দেখ যে ব্যক্তি প্রথম রাত্রেই চাঁদ দেখিয়া বলিয়া দিতে পারে, তাহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি কেহ পুর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া দৃষ্টির দাবী করে, তাহা হাসির বিষয় হইবে না কি? খোদা তা'লার নবী বা রসূলদিগকে চিনিবার সময় অবস্থা এইরূপই দাঁড়ায়। যাহারা দৃঢ় সম্ভাবনা দেখিয়াই চিনিয়া নেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম মু'মেন (বিশ্বাসী) বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহাদের মর্যাদা অনেক বেশী। কিন্তু যখন নবীদের সত্যতা সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠে এবং স্নোতের ন্যায় তাঁহাদের দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে, তখন যাহারা তাঁহাকে মানে তাঁহারা সাধারণের মধ্যে গণ্য হয়।

খোদা তা'লার এই আইন যখন নবীদের সহিত আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন আমি উহার বাহিরে থাকিব কিরূপে? জনগণের মনে যদি সঙ্কীর্ণতা ও জিদ না থাকে, তবা হইলে আমার কথা শুনা এবং আমায় অনুসরণ করা তাঁহাদের কর্তব্য। তাঁহাদিগের দেখা উচিত, খোদা তা'লা কি তাঁহাদিগকে অঙ্ককারে রাখেন অথবা আলোকের দিকে লইয়া যান? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে ব্যক্তি দৈর্ঘ্য ও একাগ্রতার সহিত অনুসরণ করিবে সে বিনষ্ট হইবে না, সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। ঐ সকল লোক যাহারা আমাকে মানিয়াছে এবং এখন আমার সঙ্গে আছে, তাঁহাদে মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে কোন নির্দশন দেখে নাই? একটি দুইটি নহে, খোদা তা'লা অসংখ্য নির্দশন দেখাইয়াছেন। কিন্তু নির্দশনের উপর ঈমানের ভিত্তি রাখিলে আঘাত পাইবার ভয় আছে। যাহার হৃদয় নির্মল ও অন্তরে খোদার ভয় আছে, তাহার নিকট আবার আমি দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর মীমাংসা পেশ

আহ্বান

করিতেছি। ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে ইহুদীগণ যে প্রশ্ন করিয়াছিল, উহার উত্তরে হ্যরত ঈসা (আ.) যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সঠিক কি না, এই কথা আমাকে বলিয়া দেওয়া হউক। ইহুদীগণ মালাকী নবীর গ্রন্থ দেখাইয়া বলিয়াছিল যে, স্বয়ং ইলিয়াস নবীর আসিবার কথা আছে, তাহার তুল্য ব্যক্তির কথা নাই। হ্যরত ঈসা (আ.) বলেন যে, ‘ইয়াহুহিয়া (আ.)-ই আগমনকারী ইলিয়াস (আ.)। যদি মনে চায়, বিশ্বাস কর’। কোন বিচারকের সামনে এই ব্যাপার রাখিয়া মীমাংসা চাও এবং দেখ, ডিক্রী কোন পক্ষ পায়। বিচারক নিশ্চয়ই ইহুদীদের অনুকূলে মীমাংসা দিবেন। কিন্তু যাহার অন্তরে খোদা তাঁলার প্রতি বিশ্বাস আছে এবং যে খোদার প্রেরিত পুরুষগণ কিভাবে আসেন তাহা জানে, সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবে যে হ্যরত ঈসা (আ.) যাহা বলিয়াছেন তাহাই নির্ভুল সত্য।

এখানে ব্যাপারটা কি এই রকমেরই বা অন্য কোন প্রকারের? খোদার ভয় যাহার আছে, আমার এই দাবী মিথ্যা বলিতে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিবে। দুঃখের বিষয়, এই সকল লোকের ঈমান ফেরাউন বংশের সেই লোকটির ঈমানের তুল্যও নহে, যে বলিয়াছিল, এই দাবীকারী যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে নিজে নিজেই ধ্বংস হইবে। আমার সম্বন্ধে যদি তাক্তওয়ার (খোদা-ভূতি) সহিত কাজ করা হইত, তাহা হইলে তাহারা এই কথাই বলিত এবং লক্ষ্য করিত যে, খোদা তাঁলা আমাকে সাহায্য করেন কিংবা আমার জামা'ত ধ্বংস করেন।

কুরআন ও হাদীসের সত্যতা

আমার সহিত শক্তি করিয়া তাহারা কুরআন শরীফকেও ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি কুরআন শরীফ পেশ করি। ইহার বিপক্ষে তাহারা হাদীস পেশ করে। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কুরআন শরীফের যে মর্যাদা আছে হাদীসের তাহা থাকিতে পারে না। হাদীসকে আমরা খোদার কালামের সমান মর্যাদা দিতে পারি না। হাদীস তৃতীয় স্তরের বিষয়। এই কথা সর্ববাদীসম্মত যে, কোন একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে হাদীস সহায়তা করে। কিন্তু সত্যের বিপক্ষে অনুমানের কোন মূল্য নাই।

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

‘নিচয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না’ (১০:৩৭)। বস্তুতঃ এই সম্পর্কে তিনটি বিষয় আছে— প্রথম কুরআন, দ্বিতীয় রসূলগ্লাহ (স.)-এর অনুষ্ঠিত কাজ বা সুন্নত এবং তৃতীয় হাদীস। কুরআন খোদা তালার পবিত্র বাণী; রসূলগ্লাহ (স.)-এর প্রতি ইহা নাযেল হইয়াছিল। কুরআনের আদেশ কার্যে পরিগত করিবার জন্য আঁ-হ্যরত (স.) যাহা কিছু করিতেন তাহাই সুন্নত। কুরআন ও সুন্নত লোকদিগকে পৌছাইয়া দেওয়া আঁ-হ্যরত (স.)-এর কাজ ছিল। এই কারণেই হাদীসসমূহ পুস্তকাকারে সঞ্চলিত হওয়ার পূর্বেও ইসলামের যাবতীয় বিধান মানিয়া চলা সম্ভবপর ছিল। এখন একটা ধোকার বিষয় এই যে, তাহারা হাদীস ও সুন্নতকে মিলাইয়া ফেলে। বস্তুতঃ এই দুইটি এক বিষয় নহে। অতএব কুরআন ও সুন্নত অনুযায়ী পরীক্ষা না করিয়া আমরা হাদীসকে কোন স্থান দিতে পারি না। পক্ষান্তরে আল্লাহর ব্যবস্থা এই যে, হাদীস পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী কোন হাদীস যতই দুর্বল বা বিকৃত বলিয়া প্রমাণিত হউক না কেন এবং ঐ হাদীসকে যতই নিম্ন শ্রেণীর বলা হউক না কেন, কুরআন ও সুন্নতের বিপরীত না হইলে, উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমার বিরলাদীগণ এই ব্যবস্থা স্বীকার করে না। তাহাদের মতে কোন হাদীস যদি হাদীস পরীক্ষার নিয়মানুসারে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা কুরআন শরীফের যতই বিরোধী হউক না কেন, তাহা মানিয়া লওয়া চাই।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বিচার করুন। খোদার ভয় রাখিয়া এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন, সত্য কোন দিকে? তাহারা ঠিক বলে, না আমার কথা ঠিক? আমি খোদার বাণী এবং তাঁহার পবিত্র রসূল (স.)-এর সুন্নতকে (ব্যবহারিক জীবন) শ্রেষ্ঠ জানি। তাহারা লোকের নির্ধারিত নিয়মকে শ্রেষ্ঠ জানে, অথচ নিয়ম প্রণেতাগণের মধ্যে কেহই এই দাবী করেন নাই যে, খোদার বাণী পাইয়া তিনি হাদীস পরীক্ষার ঐ নিয়মগুলি উত্তোলন করিয়াছেন। ব্যাপার যদি ইহাই হয় যে, কুরআন ও সুন্নত ব্যতীত

আহৰান

হাদীস পরীক্ষার জন্য মানুষের বুদ্ধি প্রসূত আৱ কোন মাপকাঠি আছে, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা কৰি, শিয়া ও সুন্নী উভয়ের হাদীসগুলিকে সঠিক বলিয়া স্থীকার কৰা হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে কেহ দেয় না।

মসীহ মাওউদ (আ.) কিৱেপে মীমাংসা কৰিবেন?

মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব তাঁহার 'ইশায়াতে সুন্নাহ' নামক পত্রিকায় স্থীকার কৰিয়াছেন যে, 'আহলে কাশ্ফ' অর্থাৎ আত্মিক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মুহাদ্দিসগণের পরিকল্পিত নিয়মের অধীনে নহেন। এই সকল নিয়মের দুর্বল হাদীসকে তাহারা বিশ্বস্ত, এবং বিশ্বস্ত হাদীসকে দুর্বল বলিতে পারেন। কারণ তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে খোদা ও রসূলের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া থাকেন। এরূপ যখন অবস্থা, তখন মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কি এই প্রণালীতে হাদীসের সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের অধিকার থাকিবে না? তিনি 'হাকাম' অর্থাৎ মীমাংসাকারী হইয়া আসিবেন। তিনি কি খোদা তা'লার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ কৰিবেন না? রসূল করীম (স.)-এর আত্মিক প্রভাব হইতে কি তিনি জ্ঞানলাভ কৰিবেন না? রসূলে করী, (স.)-এর আত্মিক প্রভাব হইতে কি তিনি বঞ্চিত থাকিবেন? এ বিষয়ে যদি তাঁহার অধিকার না থাকে তবে বলিয়া দাও, তিনি কি প্রকার 'মীমাংসাকারী' হইবেন এবং তাঁহার মীমাংসার কি মূল্য হইবে? অতএব, তাহারা যখন হাদীসকে সুন্নতের সহিত মিলাইয়া ফেলিতে চেষ্টা কৰে, তখন তাহারা যেন এই কথা স্মরণ রাখে যে, কুরআন ও সুন্নত হইতে হাদীস স্বতন্ত্র বিষয়।

আমাদের জিলার হাফেয় হোদায়াত আলী নামক একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রায়ই আমার দেখা কৰিবার সুযোগ হইত। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'মসীহ ও মাহ্মী' (আ.)-এর আগমন সংক্রান্ত কেতোবঙ্গলিতে হাজার হাজার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু ইহার সবগুলি পূর্ণ হয় নাই, আমার সন্দেহ হইতেছে যে, এখন বিষম বিবাদ উপস্থিত হইবে। এই সমুদয় লক্ষণ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত লোকে অপেক্ষা কৰিতে থাকিবে। অথচ সকল লক্ষণ একই সময়ে পূর্ণ হয়

আহ্বান

না' বস্তুতঃ তাহার অনুমান সত্য হইয়াছে। এখন তাহাই ঘটিয়াছে। সত্য সত্যই লোকে মানে নাই।

আমি বার বার বলিয়াছি এবং ইহাই সত্য কথা যে, ভবিষ্যদ্বানীতে ক্লপকের ব্যবহার খুব বেশী থাকে এবং একাংশ প্রকাশ্য অর্থেও পূর্ণ হয়। এই নিয়মই আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কেহ স্বীকার করুক বা না করুক, আমি ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। সমস্ত হাদীসই যদি পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, শিয়াদের হাদীস, সুন্নাদের হাদীস এবং এইরূপে সকল সন্ত্রাদায়ের সকল হাদীসই যদি পূর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে নিচয়ই স্মরণ রীখও যে মসীহ (আ.) অথবা মাহ্মুদী (আ.) কেহই কখন আসিবেন না। বিবেচনা কর, আমার চেয়ে রসূল করীম (স.)-এর আবশ্যকতা অনেক বেশী ছিল। তিনি যখন আসিলেন, সকলেই কি তাহাকে মানিয়া লইয়াছিল? তওরাত বা ইন্জীল গ্রন্থে তাহার আগমনের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত ছিল, উহার সবগুলি কি পূর্ণ হইয়াছিল? খোদার উদ্দেশ্যে একবার চিন্তা কিরিয়া দেখ এবং উত্তর দাও। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এ বিষয়ে যে সকল গল্প প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের গ্রন্থে যে সকল লক্ষণ বর্ণিত ছিল, তৎসমুদয়ই যদি পূর্ণ হইয়া থাকিত, তবে কি কারণে তাহারা তাহাকে মানিয়া নেয় নাই? জানিয়া রাখ, সমুদয় লক্ষণ কখনও পূর্ণ হয় না। কারণ কতক লক্ষণ লোকদের কল্পিত, আর কতকগুলি কল্পিত না হইলেও উহার ভুল অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। নবী মাত্রকেই অস্বীকার করা হইয়াছে এবং অজুহাত দেখান হইয়াছে যে সমুদয় লক্ষণ পূর্ণ হয় নাই। এখনও মানুষ এই চির প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিতেছে। কাহারও অস্বীকার রোধ করা আমার ক্ষমতার বাহিরে। তবে আমি এই কথা বলিতেছি, তাহারা আমার কথা শুনার পর উত্তর দিক। অনর্থক কথা সৃষ্টি করা ধর্মপরায়ণতার বিরোধী। নবীগণের সত্য-মিথ্যা বুঝিবার যে নিয়ম আছে, তদনুযায়ী এই আন্দোলনের পরীক্ষা কর। তারপর দেখ সত্য কোন দিকে। কল্পিত ধারণা বা কল্পিত নিয়ম-কানূনে কোন ফল হয় না। এইরূপ পহ্লা দ্বারা আমি আমার সত্যতার প্রমাণ দিই না। নবীগণকে পরীক্ষা করিবার যে নিয়ম আছে, আমি তদনুযায়ী আমার দাবী পরীক্ষা করিতে বলি। এই নিয়মানুযায়ী ইহা পরীক্ষা করা হয় না কেন? যে ব্যক্তি অস্তর খুলিয়া আমার কথা শুনিবে, সে আমাকে মানিয়া লইবে এবং তাহার

କଲ୍ୟାଣ ହିଁବେ । କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅନ୍ତରେ ସନ୍କିର୍ଣ୍ଣତା ଓ ବିଦେଶ ଆଛେ, ତାହାର ପକ୍ଷେ ଆମାର କଥାଯ ଉକାର ପାଓଯା ସମ୍ଭବ ନହେ । ‘ଆହ୍ସ୍ୱାଳ’-ଏର (ଦୈତ ଦୃଷ୍ଟି ଗ୍ରନ୍ତ ରୋଗୀର) ସହିତ ଉହାଦେର ତୁଳନା ହିଁତେ ପାରେ । ‘ଆହ୍ସ୍ୱାଳ’ ଏକକେ ଦୁଇ ଦେଖେ । ସତଇ ପ୍ରମାଣ ଦାଓ ନା କେନ, ଇହା ଦୁଇ ନହେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଦେ ଦୁଇ-ଇ ବଲିବେ । କଥିତ ଆଛେ ଯେ, ଏକଜନ ଆହ୍ସ୍ୱାଳ (ଟେରା) କାହାରଙ୍କ ନିକଟ ଚାକୁରୀ କରିତ । ପ୍ରଭୁ ତାହାକେ ବଲିଲେନ, ‘ଘରେର ଭିତର ହିଁତେ ଆଯନା ଲାଇୟା ଆଇସ’ । ସେ ଘରେର ଭିତର ହିଁତେ ଫିରିଯା ଆସିଯା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ, ‘ଆଯନା ତୋ ଦୁଇ ଖାନା ଆଛେ, କୋନ ଖାନା ଆନିବ?’ ପ୍ରଭୁ ବଲିଲେନ, ‘ଏକଖାନା ଆଛେ, ଦୁଇଖାନା ନହେ’ । ଆହ୍ସ୍ୱାଳ ବଲିଲ, ‘ଆମି କି ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲିତେଛି?’ ପ୍ରଭୁ ବଲିଲେନ, ‘ଏକଖାନା ଭାଙ୍ଗିଯା ଫେଲ’ । ଆଯନାଖାନା ଭାଙ୍ଗିଯା ଫେଲାର ପର ଆହ୍ସ୍ୱାଳ (ଟେରା- ବୁଝିଲ ଯେ ତାହାର ଭୁଲ ହିଁଯାଛେ; ବନ୍ଧୁତଃ ଆଯନା ଏକଖାନା ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ସାମନେ ଯେ ସକଳ ‘ଆହ୍ସ୍ୱାଳ’ ଆଛେ ତାହାଦିଗକେ ଆମି କି ଉତ୍ତର ଦିବ? ତାହାରା ଯଦି କୋନ କଥା ବାର ବାର ଉପହିତ କରେ, ତବେ ଉହା ଐ ସକଳ ହାଦୀସଇ ହିଁବେ । ଅର୍ଥଚ ତାହାରା ନିଜେରାଇ ହାଦୀସକେ ଅନୁମାନମୂଳକ ବୈ ଆର କୋନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନାହିଁ । ତାହାରା ଜାନେ ନା ଯେ ଏମନ ଏକ ସମୟ ଆସିବେ, ସଥିନ ତାହାଦେର ଏହି ସକଳ ରୁକ୍ଷ ଓ ଅପରିପକ୍ଷ କଥାର ଜନ୍ୟ ଲୋକେ ହାସିବେ । ଯାହାରା ସତ୍ୟ ବୁଝିତେ ଚାଯ, ତାହାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକରଇ ଆମାର ଦାବୀର ପ୍ରମାଣ ଚାହିବାର ଅଧିକାର ଆଛେ । ତାହାଦେର ଜନ୍ୟ ଆମି ଐ ସକଳ କଥାଇ ପେଶ କରିଯା ଥାକି ଯାହା ନବୀଗଣ ପେଶ କରିତେନ । ଆମି କୁରାଆନ ଓ ହାଦୀସେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିୟମଗୁଲି ପେଶ କରି; ବର୍ତମାନ ଯୁଗେ ଯେ ଏକଜନ ସଂକ୍ଷାରକେର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଛେ ତାହା ଦେଖାଇୟା ଦିଇ । ଆମାର ହାତେ ଯେ ସକଳ ଅଲୋକିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇୟାଛେ ଉହାର ଉପ୍ରେସ କରି । ଆମି ଏଇରୂପ ଅଲୋକିକ କ୍ରିୟାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିଯାଇଛି । ଉହାତେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିଲେ ଘଟନାର ଉପ୍ରେସ କରା ହିଁଯାଛେ । ଏକ ହିସାବେ ଏହି ସକଳ ଘଟନାର କୋଟି କୋଟି ସାକ୍ଷୀ ଆଛେ । ଅମୂଳକ କଥା ପେଶ କରା ଭାଲ ଲୋକେର କାଜ ନହେ । ଆଁ-ହ୍ୟରତ (ସ.) ଏହି କାରଣେଇ ବଲିଯାଇଲେନ ଯେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାଓଡ୍ର (ଆ.) ‘ହାକାମ’ (ମୀମାଂସାକାରୀ) ହିଁଯା ଆସିବେ । ତାହାର ମୀମାଂସା ଗ୍ରହଣ କର । ଯାହାଦେର ମନେ କୁବୁନ୍ଦି ଆଛେ ଏବଂ ମାନିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଅନର୍ଥକ ବାକବିତନ୍ତା କରା ଓ ଦୋଷ ଦେଖାନ ତାହାଦେର କାଜ । କିନ୍ତୁ ତାହାର ଜାନିଯା ରାଖୁକ ଯେ, ପରିଣାମେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲା ତାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଆକ୍ରମଣସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଆମାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବେନ । ଆମାର ଦୃଢ଼

আহৰান

বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি মিথ্যা দাবী করিতাম, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ধৰ্ষণ করিতেন। কিন্তু আমার যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ বস্তুতঃ তাঁহারই নিজস্ব কাজ। আমি তাঁহারই পক্ষ হইতে আসিয়াছি। আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় সেই খোদাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং স্বয়ং তিনিই আমার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝার দরুণ যাহারা রূপকের বর্ণিত ব্যাপারে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অবশেষে ভবিষ্যদ্বাণীই অষ্টীকার করিতে হয়। ইহুদীদিগকে এই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল এবং খ্রিস্টানদের এখন এই বিপদ ঘটিতেছে। খ্রিস্টীয় চার্চ বা পাদরীগণের প্রভাব জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ খ্রিস্টান এই প্রভাবকেই হ্যরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমন মনে করে।

সমুদয় লক্ষণ কখনও জনসাধারণের ধারণা অনুযায়ী পূর্ণ হয় না। এইরূপ হইলে নবীদের সময় মতভেদ হইবে কেন? তাঁহাদিগকে গ্রহণ না করিবারই বা হেতু কি? ইহুদী জাতির নিকট জিজ্ঞাসা কর, মসীহ (Messiah) (আ.) আসিবার যাবতীয় নির্দর্শন পূর্ণ হইয়াছে কি? তাহারা বলিবে, পূর্ণ হয় নাই। জানিয়া রাখ, এ বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই খোদার কানুন। খোদার কানুনে কখনও কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

وَلَنْ يَمْدُلْسُنُوكُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

‘এবং তুমি আল্লাহর বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না’ (৩৩:৬৩)। মানুষের ধারণা, মানুষের দেওয়া ব্যাখ্যা বা মানুষের অনুমান সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও নিশ্চিত সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইহাতে ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কোন ব্যাপার সংঘটিত হইবার পূর্বে যে আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা হয় তাহা নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যখন সময় আসে তখন যাবতীয় আবরণ উন্মোচিত হয়। এই কারণেই আগমনকারীকে ‘হাকাম’ বা মীমাংসাকারী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই আখ্যা হইতে ইহাও পরিক্ষার বুঝা যায় যে তখন মতভেদ খুব বেশী

আহবান

থাকিবে। অন্যথায় তাঁহাকে 'হাকাম' বলা হইবে কেন? অতএব হাকামের মুখ হইতে যে কথা বাহির হয় তাহাই সত্য কথা।

নবাব সিদ্ধীক হাসান খাঁ লিখিয়াছেন যে, সেই 'হাকাম' কুরআনেই বেশী দৃষ্টি রাখিবেন। কারণ হাদীসে মানুষের হাত লাগিয়াছে। আর কুরআন খোদার অপরিবর্তনীয় বাণী; ইহাতে মানুষের হাত লাগে নাই। কুরআন শরীফ আঁ-হ্যরত (স.)-এর উপর নাযেল হইয়াছিল। ইহা তাঁহার একটি প্রধান ও চিরস্থায়ী অলৌকিক ক্রিয়া। খোদা তা'লার এই বাণীর বিরুদ্ধে মানুষের কথা পেশ করা হয়, ইহা কি দুঃখ ও আশ্চর্যের বিষয় নহে? খোদার অনুগ্রহে আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, হাদীসের মর্যাদা কি কুরআনের তুল্য হইতে পারে? হাদীসের মর্যাদা যদি কুরআনের তুল্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে আঁ-হ্যরত (স.) ভালুকপে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যান নাই (নাউয়ুবিগ্লাহ)। কারণ কুরআন শরীফের মৌলিকতা রক্ষার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু হাদীসের জন্য তিনি অনুরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। নিজ তত্ত্বাবধানে তিনি হাদীস লেখাইবার ব্যবস্থা করেন নাই। আঁ হ্যরত (স.) তাঁহার রসূল হওয়ার দায়িত্ব পূর্ণ করেন নাই, কোন মুসলমান কি এ কথা স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে? ইহা মুসলমানদের কাজ হইতে পারে না, ইহা ধর্মহীন নাস্তিকেরই কাজ।

আবার চিন্তা করিয়া দেখুন আঁ-হ্যরত (স.) কি নিজের তত্ত্বাবধানে হাদীস লিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিংবা কুরআন শরীফের? আঁ-হ্যরত (স.) যে তাঁহার পরবর্তীদের জন্য কুরআন রাখিয়া গিয়াছেন, এ অতি পরিষ্কার কথা। কারণ তাঁহার শিক্ষা কুরআনেই আছে। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে কুরআনের সহিত তিনি তাঁহার আদর্শ (সুন্নত) রাখিয়া গিয়াছেন। যথা- কেতাব ও সুন্নত। হাদীস এই দুইটির বাহিরে, ত্তীয় জিনিস। ঐ দুইটি জিনিস হাদীসের উপর নির্ভর করে না। অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি যে, কুরআন ও সুন্নতের বিরোধী না হইলে নিম্ন শ্রেণীর যে হাদীসগুলিকে হাদীস-শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ জাল বলিয়া প্রমাণ করেন, তাহাও মান্য করা কর্তব্য। আমি এতদূর পর্যন্ত হাদীসের সমান করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু উহাকে কুরআনের উপর প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত নহি।

আহ্বান

আঁ-হ্যরত (স.) এই কথা বলেন নাই যে, আমি তোমাদের জন্য হাদীস রাখিয়া যাইতেছি। বরং তিনি এ কথা বলিয়াছেন যে, আমি তোমাদের জন্য কুরআন রাখিয়া যাইতেছি। হ্যরত ওমর (রা.) বলিতেন:

حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ

‘খোদার কেতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট’

এখন আল্লাহর কেতাব খুলিয়া দেখুন, উহা কি মীমাংসা দেয়। ইহার প্রথম সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায সিদ্ধ হয় না। এই সূরা পড়ুন আর দেখুন উহা কি শিক্ষা দেয়—

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ السُّتْقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْغَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

‘তুমি আমাগিদকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাহাদের পথে, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ, কোপগ্রস্তদের (পথে) নহে এবং পথভ্রষ্টদেরও (পথে) নহে’ (১ : ৬-৭)।

এই দোয়াতে ‘মাগযুব ও যাল্লীনদের’ পথ হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রার্থনা করা হয়। ‘মাগযুব’ বলিতে তফসীরকারক মাত্রই ‘ইহুদী’ বুঝাইয়াছেন এবং ‘যাল্লীন’ অর্থে খ্রিষ্টানদিগকে বুঝিয়াছেন। এই উম্মতে যদি এই বিপদ অসিবার সম্ভাবনা না থাকিত, তবে এই দোয়া শিক্ষা দিবার অর্থ কি? সব চেয়ে বড় বিপদ দাজ্জালের। অথচ ‘অলায্যাল্লীনের’ স্থলে ‘অলাদাজ্জাল’ বলা হয় নাই কেন? খোদা তা’লা কি এই বিপদের কথা জানিতেন না? বস্তু এই দোয়ার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী আছে। এই উম্মতের উপর এমন সময় আসিবার কথা ছিল যখন ইহুদীগণের যাবতীয় দোষ তাঁহাদের মধ্যে আসিবে। ইহুদী সেই জাতি যাহারা হ্যরত ঈসা (আ.)-কে গ্রহণ করে নাই। এখানে ইহুদীগণের পথ হইতে বাঁচিবার প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য মসীহ মাওউদ (আ.)-কে অগ্রাহ্য করিয়া ইহুদী (সদ্শ) না হওয়া।

ଆହ୍ୱାନ

ଯାତ୍ରୀନ ଅର୍ଥାଏ ଖିସ୍ଟାନଦେର ପଥ ହିତେ ବାଁଚିବାର ଜନ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିକ୍ଷା ଦେଓଯା ହିଯାଛେ ତାହା ହିତେ ବୁଜା ଯାଇ ଯେ, ଏ ସମୟେ କ୍ରୁଶ ଧର୍ମେର ପ୍ରଭାବ ଅତି ବିପଦଜନକ ହିବେ । ଇହାଇ ଯାବତୀୟ ଅନର୍ଥେର ନିଦାନ ବା ଜନନୀ ହିବେ । ଦାଜାଲେର ଉପଦ୍ରବ ଉହା ହିତେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆର କିଛୁ ହିବେ ନା । ଅନ୍ୟଥା ନିଶ୍ଚଯାଇ ଉହାର ପରିଚୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହିତ ।

ସାତଟି ପ୍ରମାଣ

ଗିର୍ଜାଯ ଗିଯା ଦେଖୁନ ଏହି ବିପଦ ଭୟକ୍ଷର କି ନା? କୁରାନ ଶରୀଫ ପଡୁନ ଆର ଚିନ୍ତା କରିଯା ଦେଖୁନ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା କି ଏହି ବଲିଯା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେନ ନାହିଁ ଯେ,

إِنَّا نَحْنُ نَرَكُونَ الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفْظٌ

ଅର୍ଥାଏ ‘ତିନିଇ କୁରାନକେ ରଙ୍ଗା କରିବେନ’ । ଆବାର ତିନି ଆଯାତେ ‘ଏଣ୍ଟେଖଲାଫେ’ ଏକ ‘ଖାତାମୁଲ-ଖୁଲାଫା’ (ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖଲୀଫା) ପାଠାଇବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଯାଛେ । ଏହି ସକଳ କଥା ଏକତ୍ର କରିଯା ଭାବିଯା ଦେଖୁନ-

(୧) ତଓରାତ କିତାବେ (Old Testament-ଏ) ଯେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବାଣୀ ଆଛେ, ତଦନୁୟାୟୀ କୁରାନ ଶରୀଫେଓ ଆଁ-ହ୍ୟରତ (ସ.)-କେ ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆ.)-ଏର ସଦୃଶ ନବୀ ବଲିଯା ସ୍ଥିକାର କରା ହିଯାଛେ । ଏହି ଉପମାର ସାର୍ଥକତାର ଜନ୍ୟ ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆ.)-ଏର ପର ଯେମନ ତାହାର ଖଲୀଫା ବା ପ୍ରତିନିଧି ଛିଲ, ତେମନି ଆଁ-ହ୍ୟରତ (ସ.)-ଏର ପରେଓ ତାହାର ଖଲୀଫା ବା ପ୍ରତିନିଧି ଥାକା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଖେଲାଫତେର ଆର କୋନ ପ୍ରମାଣ ନା ଥାକିଲେଓ ପରପର ପ୍ରତିନିଧି ନିଶ୍ଚଯାଇ ଥାକା ଚାଇ ।

(୨) ଆଯାତେ ‘ଏଣ୍ଟେଖଲାଫେ’ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଯାଛେ ଯେ, ତିନି ମୁସଲମାନଦେର ମଧ୍ୟେ ଖେଲାଫତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେନ ଏବଂ ଏହି ଖେଲାଫତ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଖେଲାଫତେର ତୁଳ୍ୟ ହିବେ । ଏହି ଖେଲାଫତେର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁୟାୟୀ ଏବଂ ଉପରୋଳିଥିତ ଉପମାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷଣ କରିବାର ଜନ୍ୟ ହ୍ୟରତ ଈସା (ଆ.) ଯେମନ ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆ.)-ଏର ଶେଷ ଖଲୀଫା ଛିଲେନ, ମୁହାମ୍ମଦୀ ଉମ୍ମତେଓ ତେମନି ଏକଜିନ ଶେଷ ଖଲୀଫା ଥାକା ଆବଶ୍ୟକ ।

আহবান

(৩) রসূল করীম (স.) বলিয়াছেন، ﴿مَنْ كُفِّرَ بِهِ مِنْكُفُّ﴾ অর্থাৎ- ‘তোমাদের’ (নতা) তোমাদের মধ্য হইতে হইবে’। অর্থাৎ মুহাম্মদী উম্মতের বাহিরে কেহ নেতা হইবে না।

(৪) তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় ধর্মে নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্য মুজান্দিদ আসিবেন। বর্তমান শতাব্দীর মুজান্দিদ থাকা আবশ্যিক। প্রচলিত অনাচার দূর করাই মুজান্দিদের কাজ। খ্রিস্টধর্মের উৎপাতই বর্তমান সময়ে সর্বাপেক্ষা বড় অনাচার। সুতরাং বর্তমান শতাব্দীর যিনি মুজান্দিদ হইবেন তাঁহার ক্রুশ ধৰ্মসকারী হওয়া আবশ্যিক। ইহা মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় উপাধি।

(৫) হ্যরত মূসা (আ.)-এর খলীফাগণের সহিত যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তদনুযায়ী মুহাম্মদী সেলসেলার শেষ খলীফার আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীতে হওয়া আবশ্যিক। কারণ হ্যরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে হ্যরত ঈসা (আ.) আসিয়াছিলেন।

(৬) মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে তাহার মধ্যে অনেকগুলি পূর্ণ হইয়াছে। যথা- (ক) রম্যান মাসে চন্দ্র এবং সূর্যের গ্রহণ হওয়া, ইহা দুইবার হইয়া গিয়াছে [১৮৯৪ ইসাদে পূর্ব গোলার্ধে এবং ১৮৯৫ ইসাদে পশ্চিম গোলার্ধে -প্রকাশক]; (খ) হজ্জ স্থগিত থাকা; (গ) দুই শিং বিশিষ্ট তারকার উদয় হওয়া; (ঘ) প্রেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়া; (ঙ) রেলগাড়ীর প্রচলন হওয়া, উটের ব্যবহার উঠিয়া যাওয়া ইত্যাদি।

(৭) সূরা ফাতেহার দোয়া হইতেও প্রমাণিত হয় যে, যাঁহার আসিবার কথা আছে তিনি এই উম্মতের মধ্য হইতে হইবেন।

ফলতঃ এ কথার শত শত প্রমাণ আছে যে, সেই আগমনকারী এই উম্মতের মধ্যেই আসা আবশ্যিক এবং বর্তমান শতাব্দীই (হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী) তাঁহার আগমনের সময়। এখন আমি খোদা তালার ওহী ও ইলহাম অনুযায়ী ঘোষণা করিতেছি যে, যাঁহার আসিবার কথা ছিল, সে

আহ্বান

নিশ্চয় আমি। আদিকাল হইতে আল্লাহ্ তা'লা নবীগণের পরীক্ষার জন্য যে নিয়ম রাখিয়াছেন, তদনুযায়ী যাহার ইচ্ছা আমার নিকট হইতে প্রমাণ গ্রহণ করুক ও আমার অনুকূলে যে সকল নির্দশন প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিরীক্ষণ করুক।

রম্যায়ন মাসে চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণ

বিরুদ্ধবাদীগণের অবস্থা দেখিলে আমার বড়ই দৃঢ় হয়। মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের যে সকল লক্ষণ পূর্বে তাহারা নিজেরাই পেশ করিত, এখন তাহা পূর্ণ হওয়ার পর তাহারা আপন্তি করিতেছে যে ঐগুলি সঠিক নহে। উদাহরণ স্বরূপ- তাহারা বলে যে, রম্যায়ন মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের হাদীসটি প্রমাণিত নহে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হউক, ঘটনার দ্বারা খোদা তা'লা যে হাদীসকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাদের মুখের কথায় কি উহা মিথ্যা হইয়া যাইবে? হায়, তাহাদিগের লজ্জাও হয় না যে তাহাদের কথার দ্বারা শুধু মসীহ মাওউদ (আ.)-কেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয় না, পরন্তু রসূল করীম (স.)-কেও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করা হইতেছে। আমার সত্যতায় শুধু চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ নহে, হাজার হাজার প্রমাণ ও নির্দশন আছে। একটা যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এ কথা কি প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা? হায়! তাহারা আমার সহিত শক্রতা করিয়া শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী (স.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী অতি জোরের সহিত পেশ করিয়া থাকি এবং বলি যে, ইহা আমার সত্য মামুর (প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার প্রমাণ। যে হাদীসকে তোমরা অনুমানরূপ কালিতে লিখিয়াছিলে, ঘটনা উহাকে নিশ্চয়তায় পৌছাইয়া দিয়াছে। ইহা অস্বীকার করা এখন বেস্মান ও অভিশঙ্গ হওয়ার লক্ষণ।

জাল (মওয়ু) হাদীস সম্বন্ধে মুহাম্মদসিংহ কি বলেন? তাঁহারা কি বলেন যে চোর ধরিয়া ফেলিয়াছেন? তাঁহারা কি মাত্র এই কথাই বলেন না যে বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি ভাল ছিল না কিংবা তাহার সত্যবাদী হওয়া সন্দেহজনক? পক্ষান্তরে এ কথাও স্বীকার করেন যে, কোন দুর্বল

আহ্বান

হাদীসেরও ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হইয়া যায়, তখন ইহাকে সত্য হাদীস বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য। এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের হাদীসকে কেহ মিথ্যা বলিতে সাহস পাইবে কি?

অতএব স্মরণ রাখ, যাঁহার আসিবার ভবিষ্যদ্বাণী থাকে তাঁহাকে নিরপেক্ষ নীতি সমূহের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। এই পছায় তাঁহার সত্যতা জানা যায়। যেহেতু উদাহরণ ব্যতীত মানব-বুদ্ধি কোন বিষয়ে সম্যক ধারণা করিতে পারে না, তজ্জন্য তাহার সপক্ষে বুদ্ধির বিষয়াভৃত উদাহরণও থাকে। আর সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, খোদা তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। আর সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে খোদা তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। কাহারও যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, সে আমার সামনে আসিয়া নবীকে পরীক্ষা করিবার যে নিয়ম আছে তদনুযায়ী আমার সত্য হওয়ার প্রমাণ আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুক। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে পলায়ন করিব। কিন্তু তাহা হইবার নহে। আল্লাহ্ তা'লা উনিশ বৎসর পূর্বে (বর্তমান সময় হইতে ১২০ বৎসরের পূর্বে -প্রকাশক) আমাকে বলিয়াছেন, 'সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করিবেন'।

ইয়ানসুরু কাল্লাহ ফী মাওয়াতিনা

অর্থ: 'আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য করছেন এবং করবেন'।

অতএব, নবী ও রসূলদিগকে যেভাবে পরীক্ষা করা হইত আমাকে সেইভাবে প্রৱীক্ষা কর। আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে এই প্রণালীতে পরীক্ষা করিলে আমাকে সত্যবাদী পাইবে। আমি সংক্ষেপে এই সকল কথা বলিলাম। চিন্তা করিয়া দেখ। খোদা তা'লার নিকট দোয়া করিতে থাক। তিনি শক্তিমান, তিনি পথ দেখাইয়া দিবেন। তাঁহার সাহায্য সত্যবাদীগণই পাইয়া থাকেন।

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হয়রত মির্যা গোলাম আহ্মদ ইমাম মাহনী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার “আইয়ামুস সুলেহ” পুস্তকে বলেছেন :

“আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়দনা হয়রত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ'র রসূল এবং খাতামুল আব্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিণতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহত্তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা সবই সত্য। আমরা এও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোয়া, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্যুতীত খোদাতা'লা এবং তাহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুর্যুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, সেই সব সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্ষণ্য বা খোদাতীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?”

“আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কায়েবীনা ওয়াল মুফতারীনা—”

অর্থাৎ-সাবধান ! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ'র অভিসম্পাত ।

AHBN

Bengali Translation from Urdu

Malfoojat

Vol. 2, Page 355-384

Speech delivered by

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
of Qadian

Promised Messiah & Mahdi (Peace be upon him)

Al-Hakam. January 10 Upto February 21, 1903

Published by

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 978-984-991-008-4



9 789849 910084